তাহ্‌রীর ম্যাগাজিন

জমাদিউস সানি-রজব, ১৪৩৮ হিজরী | মার্চ-এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মূল্য : ২০ টাকা

শুধুমাত্র যাত্রীবাহী বাসে বক্তব্য প্রদানের দায়ে হিযবুত তাহ্‌রীর -এর রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার প্রমাণ করল যে, "মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বেলায়ই প্রযোজ্য

পৃষ্ঠা : ০৪

চক্রান্তমূলক প্যারিস সম্মেলনটি ফিলিস্তিন ইস্যুতে "বিশ্বাসঘাতক" সমঝোতামূলক সমাধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল

পৃষ্ঠা : ১৩

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন... রাজনৈতিক প্রতারণার আরেকটি অধ্যায়

পৃষ্ঠা : ০৫

হে মুসলিমগণ!

ভারতের সাথে সামরিক সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করুন এবং এর বাস্তবায়ন রুখে দাঁড়ান...

এটা সুস্পষ্ট হারাম, দেশের মুসলিম ও সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ এই চুক্তি মানতে বাধ্য নয়... একমাত্র ইসলামী পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির ভিত্তিতেই ভারতের সাথে সকল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে

পৃষ্ঠা : ০২

গ্যাস জনগণের সম্পদ

পুঁজিবাদী সরকার কর্তৃক এর অন্যায্য মূল্যবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, তারা জনগণের প্রতি কতটা উদাসীন!

পৃষ্ঠা : ০৪

আরও যা থাকছে এই সংখ্যায়:

| ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা | "সন্ত্রাসবাদ"-এর নামে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

সূচীপত্র :

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

হে মুসলিমগণ! ভারতের সাথে সামরিক সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করুন এবং এর বাস্তবায়ন রুখে দাঁড়ান... এটা সুস্পষ্ট হারাম, দেশের মুসলিম ও সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ এই চুক্তি মানতে বাধ্য নয়...

পৃষ্ঠা : ০২

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

শুধুমাত্র যাত্রীবাহী বাসে বক্তব্য প্রদানের দায়ে হিযবুত তাহ্‌রীর -এর রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার প্রমাণ করল যে, "মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বেলায়ই প্রযোজ্য

পৃষ্ঠা : ০৪

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন... রাজনৈতিক প্রতারণার আরেকটি অধ্যায়

পৃষ্ঠা : ০৫

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ পাকিস্তান

পাকিস্তানের নতুন সামরিক নেতৃত্বের প্রতি খোলা চিঠি

বিশ্বের সবচেয়ে সক্ষম লড়াকু বাহিনীগুলোর মধ্যে অন্যতম পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিগেডিয়ার, মেজর-জেনারেল, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ও জেনারেল পদমর্যাদায় পদোন্নতি দেয়ার পরে সামরিক বাহিনীর নতুন নেতৃত্ব হিসেবে আমরা আপনাদেরকে সম্ভাষণ জানাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে...

পৃষ্ঠা : ০৬

প্রেসবিজ্ঞপ্তি : হিযবুত তাহ্‌রীর, ফিলিস্তিন-এর মিডিয়া অফিস

চক্রান্তমূলক প্যারিস সম্মেলনটি ফিলিস্তিন ইস্যুতে "বিশ্বাসঘাতক" সমঝোতামূলক সমাধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল

পৃষ্ঠা : ১৩

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, কানাডা

হে উম্মাহ্'র মহৎ আলেমগণ! সত্য বলা এবং সৎকর্ম করা কখনই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে না এবং রিজিককেও সংকুচিত করে না

আবু আদ-দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী।" [আবু দাউদ, তিরমিযি]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে আপনাদের উপর অর্পিত উচ্চ মর্যাদা ও দায়িত্বের কারণে আমরা আপনাদের প্রতি নিম্নোক্ত আহ্বানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই প্রত্যাশায় যেন আমরা সকলেই তাদের কাতারে শামিল হতে পারি যারা সত্যের পক্ষে অবস্থানকারী...

পৃষ্ঠা : ১৪

অন্যান্য:

- প্রেসবিজ্ঞপ্তি: গ্যাস জনগণের সম্পদ; এবং পুঁজিবাদী সরকার কর্তৃক এর অন্যায্য মূল্যবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, তারা জনগণের প্রতি কতটা উদাসীন! পৃষ্ঠা : ০৪
- প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হালাবের (আলেপ্পো) পতন এই বিপ্লবের শেষ নয় বরং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা মাত্র পৃষ্ঠা : ০৭
- লিফলেট: "যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।" [সূরা আল-আনফাল : ৭২] পৃষ্ঠা : ০৯
- প্রেসবিজ্ঞপ্তি: মার্কিনীরা বিশ্বব্যাপী তার অত্যাধুনিক অস্ত্রের ঘাঁটিগুলোকে খালি করে, সিরিয়া এবং ইরাকে বোমা নিক্ষেপ করেছে, পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলো বোমার সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রতিযোগীতায় লিপ্ত থেকেছে পৃষ্ঠা : ১১
- লিফলেট: "সন্ত্রাসবাদ"-এর নামে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পৃষ্ঠা : ১২
- ধারাবাহিক: খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ব্যাখ্যা অথবা এর প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ পৃষ্ঠা : ১৬
- ধারাবাহিক: খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা) পৃষ্ঠা : ১৮
- বই অনুবাদ: ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পৃষ্ঠা : ২৪

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

হে মুসলিমগণ! ভারতের সাথে সামরিক সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করুন এবং এর বাস্তবায়ন রুখে দাঁড়ান... এটা সুস্পষ্ট হারাম, দেশের মুসলিম ও সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ এই চুক্তি মানতে বাধ্য নয়... একমাত্র ইসলামী পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির ভিত্তিতেই ভারতের সাথে সকল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে

বিশ্বাসঘাতক হাসিনা এবং তার সরকার দেশের বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডে এবং তাদের প্রভূ মার্কিন-বৃটেন-ভারতের প্রতি চরম আনুগত্যে কখনও ক্ষান্ত হবে না। এমনকি ক্ষমতাসীন সরকারের নেতারা শেখ মুজিবের মত ভারতের জন্য নিজেদের রক্ত দিতেও প্রস্তুত, যেহেতু তারা প্রকাশ্যে এবং নির্লজ্জভাবে ভারতের সাথে তাদের সম্পর্ককে "রক্তের সম্পর্ক" হিসেবে আখ্যা দেয়। এমতাবস্থায়, তাদের বিশ্বাসঘাতক কর্মকাণ্ডের চিরসমাপ্তি ঘটাতে এবং জনগণের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন আনতে এই সরকারকে অপসারণ করে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং এই মুহূর্তে জনগণকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সরকারের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সর্বাত্মকভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। এটাই **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর পক্ষ থেকে দেশের নিষ্ঠাবান, সচেতন ও সাহসী জনগণ এবং সেনাঅফিসারগণের প্রতি আহ্বান; এই সরকারকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করুন, এবং একই সাথে সরকারের দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। ৭-১০ এপ্রিল, ২০১৭, ভারত সফরে, শেখ হাসিনা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা সমঝোতা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত এবং দেশের জনগণ ও সেনাঅফিসারদের এর বাস্তবায়নকে প্রতিহত করতে হবে – এটাকে চুক্তি কিংবা সমঝোতা স্মারক যে নামেই ডাকা হোক না কেন এবং এর সময়সীমা ৫ কিংবা ২৫ বছর যাই হোক না কেন। এই সমঝোতা সুস্পষ্ট হারাম; এবং এটা আমাদের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করবে এবং তাদের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

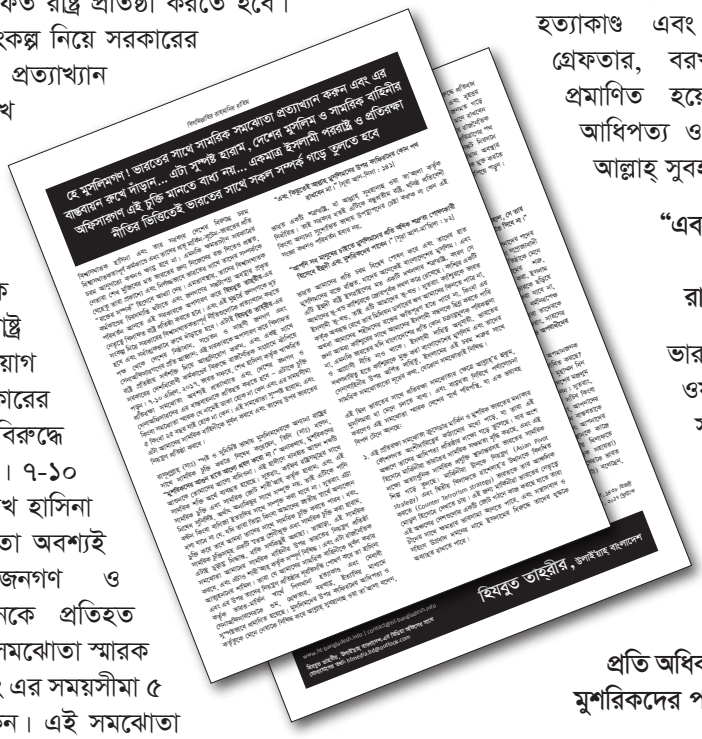

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাষায় মুসলিমদেরকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সামরিক চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন, তিনি (সাঃ) বলেন, **"মুশরিকদের আগুন হতে আলো গ্রহণ করো না।"** অন্যকথায়, মুশরিকদের আগুনকে তোমাদের আলো বানিওনা। এই হাদীসে ব্যবহৃত আগুন শব্দটি সামরিক শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, কাফির রাষ্ট্রসমূহের সাথে সামরিক চুক্তি এবং সামরিক জোট শারী'আহ্ কর্তৃক হারাম; এবং এই নিষেধ সুনির্দিষ্ট, অর্থাৎ অন্যকিছুর সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাই এটিকে পানি বন্টন কিংবা বাণিজ্য ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, যদি তারা তিস্তা কিংবা আমাদের জাতীয় স্বার্থে অন্যকোন চুক্তি করে তবে আমরা তাদের সাথে সামরিক চুক্তি করতে পারব। বরং, সামরিক চুক্তিসমূহ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভূক্ত এবং সামরিক চুক্তি করা হারাম, এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, বাকি সবকিছুই অগ্রাহ্য। তাছাড়া, এই সামরিক সমঝোতা আমাদের সামরিক বাহিনীর উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, এবং এটাও শারী'আহ্ কর্তৃক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এবং এটা রাজনৈতিক আত্মহননের শামিল। তারা যে আমাদের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করার এবং এর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দূরভিসন্ধি পোষণ করে তা হাসিনা কর্তৃক ভারত-মার্কিন স্বার্থে পিলখানা হত্যাকাণ্ড এবং মেধাবী সেনাঅফিসারদেরকে গুম, গ্রেফতার, বরখাস্ত, ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিমদের উপর কাফিরদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে মেনে নেয়াকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"এবং কিছুতেই আল্লাহ্ মুসলিমদের উপর কাফিরদের কোন পথ রাখবেন না।" [সূরা আন-নিসা : ১৪১]

ভারত একটি শত্রুরাষ্ট্র, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। তাই সরকার যতই এটিকে বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কিংবা অন্যান্য সুশোভিত ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করুক না কেন এই সংজ্ঞা কখনও পরিবর্তন হবার নয়,

"আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলিমদের প্রতি অধিক শত্রুতা পোষণকারী হিসেবে ইহুদী এবং মুশরিকদের পাবেন।" [সূরা আল-মা'য়িদা : ৮২]

ভারত আমাদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের হাত মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত, যাদের অনেকেই বাংলাদেশের মুসলিম। এবং এটি ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের মত একটি দখলদার শত্রুরাষ্ট্র, কারণ সে আমাদের ভূ-খন্ড কাশ্মিরকে জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। কাশ্মির একটি ইসলামী ভূ-খন্ড, তাই এটি আমাদের ভূ-খন্ড। সুতরাং কাশ্মিরকে ভারত কর্তৃক অবরুদ্ধ রেখে তার মিলিয়ন ডলারের ঋণ আমাদের কিনতে পারে না, অথবা আমাদের শহীদদের রক্তের ক্ষতিপূরণ হতে পারে না, কিংবা এর জন্য আমরা কাশ্মিরের সাথে আমাদের ইসলামী বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারি না, এমনকি ভারতের যদি বাংলাদেশের প্রতি কোন চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা ও আগ্রাসী নীতি নাও থাকে। ইসলামী দায়িত্ব অনুযায়ী, ভারতের দখলদারিত্ব হতে কাশ্মিরকে মুক্ত করা বাংলাদেশের মুসলিম এবং তাদের

সেনাবাহিনীর উপর অর্পিত দায়িত্ব, ইসলামের এই চরম শত্রুর সাথে সামরিক সমঝোতাতো দূরের কথা, যেকোন সমঝোতাই নিষিদ্ধ।

এই ছিল ভারতের সাথে প্রতিরক্ষা সমঝোতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্'র হুকুম, মুসলিমরা যা মেনে চলতে বাধ্য। এবং বাস্তবতা নিরিখে পর্যালোচনা করলেও এই সমঝোতা স্মারক দেশের স্বার্থ পরিপন্থি, যা এক ভয়াবহ বিপদ টেনে আনছে:

১. এই প্রতিরক্ষা সমঝোতা ক্রুসেডার মার্কিন ও মুশরিক ভারতের মধ্যকার কৌশলগত অংশীদারিত্বের কাঠামোর মধ্যে পড়ে, যা তারা এই অঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছে। যার অংশ হিসেবে মার্কিনীরা ভারতের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে, এবং এই লক্ষ্যে অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তি স্থানান্তরসহ ভারতের সামরিক শিল্প গড়ে তুলছে। মার্কিনীরা চীনকে নিয়ন্ত্রণ (Asian Pivot strategy) এবং দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্'র উত্থানকে বিলম্বিত করতে (Counter Terrorism strategy) ভারতকে তার আঞ্চলিক মোড়ল হিসেবে দেখতে চায়। এই জন্য মার্কিনীরা ভারতের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের দেশগুলোর একটি জোট গঠনে কাজ করছে যাতে তারা চীনের সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে পারে, এবং সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদ দমনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধকে অব্যাহত রাখতে পারে।

২. ভারত হতে টাটা/মারুতি মানের নিম্নশ্রেণীর সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হবে, যা হচ্ছে একটি মারাত্মক কৌশলগত ত্রুটি।

৩. আমাদের সামরিক বাহিনীর সাথে যৌথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভারত আমাদের সামরিক কৌশল ও সক্ষমতার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য জেনে যাবে, যা তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং আমাদের সামরিক বাহিনীর উপর প্রাধান্য বিস্তারে কৌশলগত দিক থেকে এগিয়ে রাখবে।

৪. হাসিনা এবং তার প্রভূরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভিন্ন ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে আমাদের সামরিক বাহিনীর ইসলামী চেতনাকে ধ্বংস করে দিতে চায় এবং এই প্রতিরক্ষা সমঝোতা তাদের এই ঘৃণ্য আকাঙ্খা পূরণে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে। গত বছর সীমান্ত এলাকায় আমরা রাখিবন্ধন প্রত্যক্ষ করেছি যেখানে বিএসএফ-এর মহিলা সৈনিকেরা বাংলাদেশের পুরুষ সৈনিকদের হাতে তাদের ভাষায় পবিত্র রাখি পরিয়ে দেয় এবং অপরদিকে আমাদের সৈনিকেরা তাদেরকে রক্ষার প্রতিজ্ঞা করে!

৫. এই সমঝোতা বাংলাদেশের সাথে চীনের দূরত্ব বাড়াবে, যে চীন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে, যে ভারত আমাদের প্রধানতম একটি শত্রু রাষ্ট্র এবং যার অবস্থান আমাদের তিন দিকে।

হে মুসলিমগণ!

একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই ভারতের সাথে আমাদের সকল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী আক্বীদাহ্ হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির মৌলিক ভিত্তি, এবং একমাত্র ইসলাম আমাদের জাতীয় পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করে, বাংলাদেশী কিংবা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ নয়। ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশ দেয় যেন আমরা ভারতকে ইসলামী শাসনের অধীনে ফিরিয়ে আনি যেহেতু এটা পূর্বে ইসলামী ভূ-খন্ড ছিল, এবং এটাই ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধের একমাত্র নিশ্চিত পথ। বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিমদের মত এদেশের সামরিক অফিসার ও সৈনিকেরা জিহাদের মাধ্যমে ভারতকে জয় করার এবং কাশ্মিরের মজলুম জনগণকে ভারতীয় যুলুম হতে মুক্ত করার ইসলামী চেতনাকে লালন করে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজস্ব সমর শিল্প গড়ে তুলে এই বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে সম্ভাব্য সবকিছু করা। আসন্ন খিলাফতের নেতৃত্বের অধীনে তা বাস্তবায়িত হবে, ইনশা'আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"তোমাদের মধ্যে একটি সেনাবাহিনী ভারত জয় করবে, আল্লাহ্ তাদের জন্য ভারতকে মুক্ত করে দিবেন এবং তারা ভারতের শাসকদেরকে শৃংখলিত করে নিয়ে আসবে; যখন তারা (ভারত হতে) ফিরে আসবে – ততক্ষণে আল্লাহ্ তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন – তখন সিরিয়াতে ঈসা ইবনে মরিয়মের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে।"** কিন্তু হাসিনার দালাল সরকার এই বাহিনী হতে ইসলামের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে ধারাবাহিকভাবে সম্ভাব্য সবকিছুই করছে। এবং এই ঘৃণ্য সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে অপমানজনক সামরিক সমঝোতা চুক্তি, যাতে ভারত আমাদের সেনাবাহিনীকে দুর্বলতর করতে এবং এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

আর নীরব থাকবেন না, এসব বিশ্বাসঘাতক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন, এবং আপনাদের পরিবারে, অফিসে, বাজারে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে... বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক মহলে... জনমত গড়ে তুলুন... সরকারকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করুন। এবং মনে রাখবেন বিএনপি জোট কেবলমাত্র জনগণের আবেগকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ভারত বিরোধীতার রাজনীতি করে। সুতরাং, পরিত্রাণের পথ হিসেবে তাদের মুখাপেক্ষী হবেন না; বরং আপনাদের সঙ্কট নিরসনে একমাত্র ইসলামকে সমাধান হিসেবে গ্রহণ করুন। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন এবং বিদেশী শক্তিসমূহের কবল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

হে নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারগণ!

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"প্রত্যেক মুসলিমই ইসলামের পদগুলোর মধ্যে একটি পদে বহাল, সে তার পদে থেকে ইসলামকে রক্ষা করবে এবং ইসলামের পরাজয় হতে দিবে না।"

আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাই, ইসলামের স্বার্থে আপনাদের পদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করুন, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করুন এবং সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক আপনাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিবেন না। আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের শত্রু, মার্কিন-বৃটেন-ভারতের সাথে যুদ্ধ করা, তাদেরকে পরাজিত করা, ইসলাম এবং মুসলিমদের রক্ষা করা, বিশ্বব্যাপী ইসলামের ন্যায়বিচারকে ছড়িয়ে দেয়া... কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রসমূহকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াতো দূরের কথা। অথচ এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার আপনাদেরকে নির্দেশ দেয় যেন আপনারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নেন। সুতরাং, সাহসের সাথে এই সরকারের প্রতি ঘোষণা করুন, **"আমি কখনও অপরাধীদের সহযোগী হবো না"** [সূরা আল-কাসাস : ১৭]

আপনারা কি প্রত্যক্ষ করেন না যে, হাসিনা আপনাদেরকে অপমানজনক পরিস্থিতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে? আপনাদের অবস্থান পুনঃবিবেচনা করুন, যেহেতু আপনারা মুহাম্মদ বিন

...২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিস

শুধুমাত্র যাত্রীবাহী বাসে বক্তব্য প্রদানের দায়ে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার প্রমাণ করল যে, "মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বেলায়ই প্রযোজ্য, গণতন্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তি ও মুখোশ উন্মোচনের বেলায় নয়!

গত ২২ ফেব্রুয়ারী (২০১৭), **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর একজন বলিষ্ঠ, সাহসী রাজনৈতিক কর্মী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র সাজিদ বিন আলমকে ছাত্রলীগের এক ডজন গুণ্ডাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একটি মসজিদ থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি আসরের নামায আদায় করছিলেন। তারপর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের সহায়তায় তাকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করে। তখন থেকে (এই সপ্তাহে আদালতে হাজির করার পূর্বে) কোন হদিস না দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের কুখ্যাত কাউন্টার টেররিজম ইউনিট সাজিদকে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখে। ধীক্কার ঐ প্রক্টরের প্রতি যিনি একটি সম্মানজনক পেশায় থেকে এমন ঘৃণ্য কাজের সহযোগী হলেন! আমরা ভেবে অবাক হই, কোন জিনিস এমন সম্মানজনক পদের একজন শিক্ষককে ছাত্রলীগের মত সন্ত্রাসী সংগঠনের বিশ্বস্ত সহযোগীতে পরিণত করতে পারে!

সাজিদের অপরাধ তিনি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর একজন নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী, এবং ছাত্রলীগের মত গুণ্ডামি, ছিনতাই কিংবা অন্য কোন রাজনৈতিক সহিংসতায় লিপ্ত নন। এই হিংস্র সরকার কর্তৃক তাকে আটক ও নির্যাতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে, তিনি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা বিষয়ে **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক (০৫ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী) আয়োজিত একটি সফল, ব্যাপক গণসংযোগ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে একটি যাত্রীবাহী বাসে 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানে' বক্তৃতা দেন এবং তার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সবার নজর কাড়ে, যা একজন টিভি ক্যামেরাম্যান ধারণ করে তার চ্যানেলে (৭১ টিভি) সম্প্রচার করেন। এটাই কি সেই তথাকথিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যা নিয়ে পশ্চিমাদের মদদপুষ্ট এই সরকার গর্ব করে, অথচ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রতারণা উন্মোচনকারী সাধারণ একটি বক্তৃতাকে ভয় পায়!! মূলতঃ এটাই হচ্ছে 'প্রকৃত গণতন্ত্র' – যা পশ্চিমা বিশ্ব কিংবা তাদের অধীনস্থ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো চর্চা করে আসছে। আর সেটা হচ্ছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে পৃথিবীর সব স্থানে সর্বদাই ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সরকারের বিশ্বাসঘাতক কর্মকাণ্ড ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তি জাতির সামনে তুলে ধরতে নয়।

হিযবুত তাহ্‌রীর, অবিলম্বে সাজিদ বিন আলমের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানাচ্ছে। আমরা পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি ইসলামের এই সাহসী রাজনৈতিক কর্মীর উপর রহমত বর্ষণ করেন, যেভাবে তিনি তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন, তার প্রচেষ্টা ও ত্যাগসমূহকে কবুল করেন, এবং তাকে তার লক্ষ্য অর্জনে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলেন, আমিন।

০৫ জমাদিউস সানি, ১৪৩৮ হিজরী
০৪ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

■

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিস

গ্যাস জনগণের সম্পদ; এবং পুঁজিবাদী সরকার কর্তৃক এর অন্যায্য মূল্যবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, তারা জনগণের প্রতি কতটা উদাসীন!

হাসিনা সরকার ২ বছরের কম সময়ের মধ্যে ২য় বারের মতো আবারও প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ভয়ানক পরিকল্পনার ঘোষণা দিল; এবং এইবার দুই দফায় গড়ে ২২.৭ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা মার্চ হতে শুরু হবে। সরকারের এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের কারণে জনগণ যখন ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত, তখন দেশে গ্যাসের দাম খুব সস্তা ছিল তাই দাম বাড়ানো হয়েছে – অর্থমন্ত্রীর এমন উপহাসমূলক মন্তব্য যেন জনগণের নিকট কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত ছিল। এসব লোভী পুঁজিবাদী রাজনীতিবিদদের আচরণ এমন যেন তারা এসব প্রাকৃতিক সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক নয়, বরং মালিক এবং জনগণের এতে কোন অধিকার নেই।

এসব পুঁজিবাদী সরকার কর্তৃক গ্যাসের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি আমাদেরকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিল যে, তারা জনগণের কল্যাণের কোন তোয়াক্কাই করে না। গ্যাস চুরি ও অন্যান্য

অপচয় রোধে তাদের কোন রাজনৈতিক স্বদিচ্ছাই নাই। এবং গ্যাস খাতের চরম অব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতাকে ঢাকতে তারা এই খাতে ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে এর বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপায় (ঋণ সুবিধা পেতে কুখ্যাত আই.এম.এফ-এর নিকট এভাবেই তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ), অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাসাবাড়ি ও কারখানাগুলোতে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। আমরা প্রশ্ন রাখতে চাই, যদি ভর্তুকি কমাতেই হয় তবে কেন বেসরকারী কুইক রেন্টালগুলোর জন্য সমানভাবে নয়? এই হচ্ছে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারা, যেখানে সাধারণ জনগণকে বলির পাঁঠা বানিয়ে স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতিদের সুরক্ষিত করা হয়।

জনগণের নিকট আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাই, এই সঙ্কটের প্রকৃত কারণকে উপেক্ষা করবেন না; আর তা হচ্ছে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' দ্বারা গণমালিকানাধীন সম্পত্তিকে পণ্যে রূপান্তরকরণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গণমালিকানাধীন সম্পত্তি, ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তির মধ্যে কখনও পার্থক্য করে না। ইসলামী অর্থনীতির অধীনে, তেল, গ্যাস, অঢেল খনিজ সম্পদ, সমুদ্র, নদী, বিস্তীর্ণ চারণভূমি ইত্যাদি সব গণমালিকানাধীন সম্পত্তি, যার মালিকানা সকল জনগণের। এগুলো বায়তুল মালের তহবিলেরও উৎস, এবং খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা জনগণের নিকট এর বন্টন নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু, এর বিপরীতে বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, তিতাস গ্যাসের মত সরবরাহকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ মুনাফার জন্য শেয়ার বাজারে তালিকাভূক্তি হয়ে আছে। আরও প্রত্যক্ষ করছি যে, গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী খাতগুলো মুনাফা লাভের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। খিলাফতের অধীনে, গণমালিকানাধীন সম্পত্তি (মুলক 'আম) গণমালিকানাতেই বিদ্যমান থাকবে, 'বেসরকারীকরণের' নামে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তিতে (মুলক খাস) পরিণত হবে না। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: **"মানুষ তিনটি বিষয়ে শরিক: পানি, বিস্তীর্ণ চারণভূমি ও আগুন।"** [ইবনে মাজাহ্]

সুতরাং, গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের তিক্ত ফলাফল বর্তমান এই সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের চিরতরে অবসানে জনগণকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান সঙ্কট সমাধানে একটি বাস্তবসম্মত বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব দিচ্ছে, এবং এই ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

২৯ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী
২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

■

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিস

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন... রাজনৈতিক প্রতারণার আরেকটি অধ্যায়

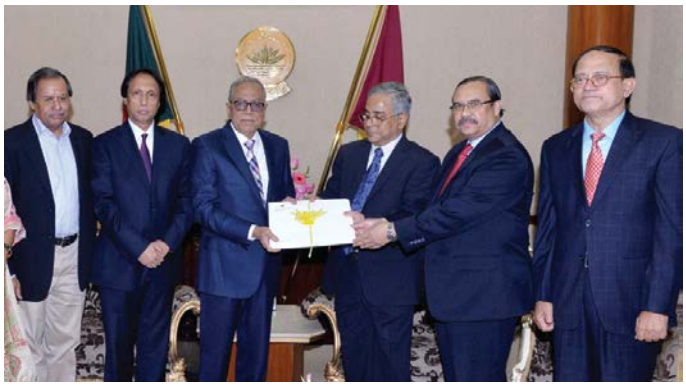

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারী, (২০১৭) বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ৬ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করেছে। বর্তমান সার্চ কমিটির প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন আপিল বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন; তিনি গত সার্চ কমিটিরও প্রধান ছিলেন, যারা বিদায়ী নির্বাচন কমিশনারদের নাম প্রস্তাব করেছিল। কাজী রকীবউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে বিদায়ী নির্বাচন কমিশন নানামুখী বিতর্ক, নির্বাচনী জালিয়াতি ও সহিংসতার জন্ম দিয়ে নিজেকে এতটাই কলঙ্কিত করেছিল যে বিরোধীদলগুলো তাকে প্রত্যাখ্যান এবং নির্বাচন বয়কট করেছিল।

৩১টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মাসব্যাপী তথাকথিত সংলাপ ও পরামর্শের পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একই ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন এমন একটি সার্চ কমিটি গঠন, তামাশা ছাড়া আর কিছুই না। এটাই সত্য যে, গণতান্ত্রিক শাসনে তথাকথিত সংলাপ ও আলোচনার নামে জনগণকে প্রতারিত করা হয়। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ও জনগণের দৃষ্টি উম্মাহ্'র অপরিহার্য বিষয় হতে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে এগুলো শাসকগোষ্ঠীর পুরাতন কৌশল ছাড়া আর কিছুই না। সার্চ কমিটি একটি সাজানো নাটকের চেয়ে বেশী কিছু নয়...যার পরিশেষে জাতি নির্বাচনের নামে রাজনৈতিক তামাশার আরেকটি অধ্যায় প্রত্যক্ষ করবে।

দেশবাসীর প্রতি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, 'নির্দলীয় সার্চ কমিটি', 'নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন' – এগুলো শুধু রাজনৈতিক ফাঁকা বুলি। এই ঘৃণ্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন বাংলাদেশের অগ্রগতির কোনো পথ নয় এবং কখনও হতেও পারে না। যে ব্যক্তিই নির্বাচন কমিশনের প্রধান হন আর যারাই এর সদস্য হোক না কেন, তবুও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কোনো প্রকৃত পরিবর্তন বয়ে আনবে না। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন শুধু আমাদেরকে হয় আওয়ামী লীগ জোট না হয় বিএনপি জোটকে বাছাইয়ের সুযোগ দিবে, অথচ তারা উভয়েই ব্যর্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত, এবং পশ্চিমা শক্তিদের অনুগত প্রকৃত দালাল। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধোঁকায় পড়বেন না। আমাদের সমস্যার সমাধান বর্তমান যুলুমের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে না কোনো সার্চ কমিটি গঠন কিংবা নির্বাচন কমিশনের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। বরং প্রকৃত সমাধান রয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দ্বীনের মধ্যে। তথাকথিত অর্থহীন নির্বাচনের পিছনে আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করবেন না। প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য আপনারা সোচ্চার হউন এবং এই যুলুমের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তথা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে শরিক হউন।

সোমবার, ০২ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী
৩০ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

■

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ পাকিস্তান (অনুবাদকৃত)

পাকিস্তানের নতুন সামরিক নেতৃত্বের প্রতি খোলা চিঠি

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্!

বিশ্বের সবচেয়ে সক্ষম লড়াকু বাহিনীগুলোর মধ্যে অন্যতম পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিগেডিয়ার, মেজর-জেনারেল, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ও জেনারেল পদমর্যাদায় পদোন্নতি দেয়ার পরে সামরিক বাহিনীর নতুন নেতৃত্ব হিসেবে আমরা আপনাদেরকে সম্ভাষণ জানাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের দ্বীন ইসলামে সামরিক নেতৃত্ব বিশাল দায়িত্ব এবং মহা পুরস্কারের উৎস হিসেবে বিবেচিত। নিশ্চয়ই, মানবজাতির সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে একজন সেনাপ্রধান ছিলেন, আপনাদের মহান পূর্বপুরুষ আনসারদের (রা.) সামরিক নেতৃত্বের কাছ থেকে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) লাভের পরে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করেন এবং এই পদে আসীন হন। এইরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপনাদের জন্য সামরিক নেতৃত্বের গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, যে নেতৃত্ব মুসলিমদেরকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করত ও সমগ্র মানবজাতির সামনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বাণীকে সুউচ্চে তুলে ধরত।

আমরা আপনাদেরকে বলতে চাই যে, মার্কিনীদের সাথে পাকিস্তানের মৈত্রীবন্ধনের অবসান ঘটানোই হবে আপনাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ভারতের আঞ্চলিক অপকর্ম মোকাবিলায় মার্কিনীদের সাথে এই মিত্রতা পাকিস্তানের জন্য শক্তিমত্তার উৎস না হয়ে বরং এই হিন্দুরাষ্ট্রের বিপরীতে আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে বিপজ্জনকভাবে দুর্বল করে তুলছে।

জেনারেল মুশাররফের শাসনামলে এই মিত্রতাকে ব্যবহার করে মার্কিনীরা আফগানিস্তান আক্রমণ ও দখল করে নেয়াকে সম্ভবপর করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা তথ্য, ঘাঁটিসমূহ ও আকাশসীমা কাজে লাগিয়েছে। অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে ভারতের নজিরবিহীন উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এরপর থেকে এই হিন্দুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করে তুলতে, বিশৃঙ্খলার আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে এবং আমাদের মাটিতে ফিৎনা ছড়িয়ে দিতে আফগানিস্তানকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। মার্কিনীদের সাথে গভীর মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ জেনারেল মুশাররফ তখন আমেরিকার চাহিদামত কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী জিহাদকে "সন্ত্রাসবাদ" হিসেবে আখ্যা দেয়, যা তৎকালীন সময়ে ভারতকে বিশাল স্বস্তি এনে দিয়েছিল। কারণ, ভারতের ভীতু সৈনিকেরা নগণ্য অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত মুসলিমদের ছোট-ছোট উজ্জীবিত দলের ভয়ে কম্পমান ছিল।

এরপরে, জেনারেল কায়ানীর শাসনামলে মার্কিনীরা এই মিত্রতাকে ব্যবহার করে পশ্চিম সীমান্তে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি নিশ্চিত করে। মার্কিনীদের এই পরিকল্পনা যে কেবলমাত্র ভারতের জন্য পূর্ব সীমান্তে বিশাল স্বস্তি এনে দেয় তা নয়, বরং তার আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্খাকে আরও জোরদার করে তোলে। কারণ, এর ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর একমাত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় আফগানিস্তানে আমেরিকা ও ভারতের উপস্থিতির নিরাপত্তা বিধান করা!

অতঃপর, জেনারেল রাহিলের শাসনামলে এই মিত্রতাকে ব্যবহার করে মার্কিনীরা "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নামে জোরপূর্বক ইসলামকে দমন করে "আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের" নামে কাশ্মীরের মুসলিমদের স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের পিঠে ছুরি বসিয়ে ভারতের জন্য আরও স্বস্তি বয়ে আনে এবং ক্রমবর্ধমান ভারতীয় আগ্রাসনের বিপরীতে পাল্টা আঘাত হানার পরিবর্তে আমাদেরকে "সংযমের" নামে হতাশাজনক প্রতীকি প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়।

আর এখন যদি জেনারেল বাজওয়ার অধীনে আমেরিকার সাথে এই মিত্রতা বজায় রাখা হয়, তবে পাকিস্তানকে আমেরিকার ইচ্ছেমাফিক ভারতের সাথে আলোচনায় বসতে হবে, যা স্বাধীন কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সাথে একীভূত করার স্বপ্নকে চিরতরে সমাহিত করে দেবে। আমেরিকার এই পরিকল্পনা ভারতের জন্য কুটনৈতিক আলোচনার গোলকধাঁধার মাধ্যমে এমন বিজয় এনে দেবে যা সে কখনই যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জনে সক্ষম হতো না। আর সম্পর্ক "স্বাভাবিকিকরণের" নামে আমেরিকা আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থানের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে পাকিস্তানকে নিষ্ক্রিয় করতে বদ্ধপরিকর, এর মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা রেয়াৎ ও পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের মতো আত্ম-বিধ্বংসী তলোয়ারের সামনে নতজানু ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

হে শ্রদ্ধেয় সামরিক নেতৃবৃন্দ!

আমেরিকা মুসলিমদের প্রকাশ্য, বৈরী ও কুফর শত্রুরাষ্ট্র। পূর্বে হিন্দুরাষ্ট্রকে ও পশ্চিমে ইহুদী রাষ্ট্রকে সমর্থনের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রতি সে তার শত্রুতার প্রমাণ দিয়েছে। এছাড়াও আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়াতে আমেরিকার আগ্রাসনই এর বড় প্রমাণ। ভারতের পদতলে পাকিস্তানকে অবনত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা এই শত্রুতাকে আরও পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান করে তুলেছে। যে শত্রু মুসলিমদের সাথে লড়াই করে, মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহ দখল করে এবং আমাদের দ্বীনের ধ্বংস কামনা করে, সে রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইসলামে অনুমোদিত নয়, কারণ আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন: **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করে"** [সূরা মুমতাহীনা : ১]। এবং আমরা আপনাদেরকে নিশ্চিত করছি, আপনারা যে কেবলমাত্র ওয়াশিংটনের সাথে মিত্রতার বন্ধন ছিন্ন করতে সক্ষম তা নয়, বরং এই পদক্ষেপ গ্রহণের এটাই আদর্শ সময়।

হে শ্রদ্ধেয় কমান্ডারগণ, যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতাকে উপলব্ধি করুন, সামরিক দিক দিয়ে আধুনিক সমরাস্ত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সাহসের অভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়া আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনী আফগানিস্তানের নগণ্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছোট ছোট গোত্রগুলোর আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেছে এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। আমেরিকার অভিজাত শ্রেণীর ভোগবাদী নীতির কারণে অল্প কিছু মানুষের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে যা সেদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে কেবলমাত্র মুসলিম দেশসমূহে নয় বরং সমগ্র বিশ্বেই আমেরিকার মার্যাদা ও খ্যাতি আজ ভূলুণ্ঠিত, কারণ বস্তুগত সম্পদের লোভে পরিচালিত নগ্ন ও হিংস্র আগ্রাসন তার বিপক্ষে বিশ্বজুড়ে তীব্র ঘৃণার জন্ম দিয়েছে।

আপনারা উপলব্ধি করুন যে, বর্তমানের অত্যাচারী শাসকদের সীমাহীন অত্যাচারের পরেও মুসলিম উম্মাহ্ পিছু হটেনি, বরং ইসলামের প্রতি তাদের দৃঢ়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেকোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে উম্মাহ্ আরও শক্তিশালীভাবে উপনিবেশবাদ ও গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং ইসলামী শাসন ও নবুয়্যতের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার করে তুলেছে। অতএব, এই ইসলামী উম্মাহ্ আপনাদের সাহসী ও দৃঢ় পদক্ষেপকে সানন্দে, প্রশংসার সাথে সমর্থন জানাবে, কারণ এটাই তাদের অন্তরের ব্যাকুল আকাঙ্খা।

আপনারা উপলব্ধি করুন যে, **হিযবুত তাহ্‌রীর** তার আমীর শেখ আতা ইবনে খলিল আবু আল-রাশতাহ্'র নেতৃত্বে ইসলাম দ্বারা শাসনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, এবং পূর্বে ইন্দোনেশিয়া হতে পশ্চিমে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম বিশাল সেনাবাহিনী ও যোগ্য রাজনীতিবিদদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। আজকে তারা শাসকদের অপরিমেয় অত্যাচারের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে; এসব অত্যাচারের মধ্যে রয়েছে গ্রেফতার, গুম এবং ভয়াবহ নির্যাতন। এবং খুব শীঘ্রই যখন আপনাদের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠা হবে, তখন তারা আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি একই আন্তরিকতার সহিত কাজ করতে থাকবে, যাতে করে সকল মুসলিমপ্রধান দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে খিলাফত রাষ্ট্রকে দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব হয়।

এবং এসবকিছুর উপরে এটা উপলব্ধি করুন যে, যখন আপনারা ইসলাম ও এর দ্বীনের সমর্থনে অগ্রসর হবেন এবং আমাদের প্রভুর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আদেশ-নিষেধের প্রতি নিজেদেরকে সমর্পন করবেন, তখন আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সাহায্য লাভ করবেন। নিশ্চয়ই খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) থেকে শুরু করে সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবি ও মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মতো মুসলিম সামরিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা ইতিহাস তৈরী হয়েছে, যারা আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সাহায্যকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং শত্রুপক্ষের প্রবল শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের বিপরীতে বিজয়ী হয়েছেন। ন্যায়নিষ্ঠ সামরিক নেতৃবৃন্দের দেখানো পথ অনুসরণ করুন, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নুসরাহ্ প্রদান করুন এবং আপনাদের এই কাজে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ব্যতিত আর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই, কারণ আপনারা সম্মান ও বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন তবে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে তিনি ছাড়া কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? আর শুধু আল্লাহ্'রই উপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।" [সূরা আলি-ইমরান : ১৬০]

১৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী
১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ সিরিয়া-এর মিডিয়া অফিস (অনুবাদকৃত)

হালাবের (আলেপ্পো) পতন এই বিপ্লবের শেষ নয় বরং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা মাত্র

নৃসংশ গণহত্যা, রাস্তায় রাস্তায় ফাঁসিতে ঝুলানো লাশ, আর জনগণের মাথা গোঁজার ঠাঁইকে মুহূর্তের মধ্যে গুঁড়িয়ে দেয়া, ইত্যাদির ক্ষেত্রে হালাবে (আলেপ্পো) যা ঘটেছে তা আমেরিকা, পশ্চিমা বিশ্ব বা রাশিয়ার জন্য নতুন কিছু নয়। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকে যা ঘটেছে তা আমাদের স্মৃতি থেকে এখনও মুছে যায়নি। পশ্চিমাদের কর্তৃক একের পর এক মুসলিম ভূমিগুলোর উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালানো নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, কারণ তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে মুসলিম সেনাবাহিনীগুলো তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবে না যতদিন তারা শাসকদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে।

সমগ্র বিশ্ববাসী যারা নিজেদের সিরিয়ার জনগণের বন্ধু দাবী করে কিংবা তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, সবার দৃষ্টির সম্মুখে হালাবের জনগণকে নৃসংশভাবে হত্যা করা হল। এবং আমরা জাতিসংঘ কিংবা আন্তর্জাতিক মহল হতে তেমন কোন আন্তরিক প্রচেষ্টাও প্রত্যক্ষ করলাম না, যা থেকে এটাই প্রতীয়মান হল যে তাদের সভ্যতা মানবতার খুলির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের মুখে উচ্চারিত মানবাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার বুলি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। হালাবে আমাদের জনগণ মুসলিম শাসকদের চোখের সামনে হত্যাকাণ্ডের শিকার হল, অথচ সম্মানিত মুসলিম বোনদের

আহাজারি কিংবা শিশুদের দেহভগ্নাবশেষ তাদেরকে কিংবা তাদের মৃত বিবেককে এতটুকুও ব্যথিত করতে পারেনি...হালাবে আমাদের জনগণকে সেই সকল যুদ্ধ ব্রিগেডের নেতৃবৃন্দের সম্মুখেই হত্যা করা হল, যাদের কাছ থেকে আমরা জনগণকে রক্ষায় কোন কার্যকর প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করলাম না। হালাবের পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণকামী জনগণের গগণবিদারী কান্নাও সেই সকল লোকদের চেতনাকে এতটুকু আলোড়িত করতে পারেনি যারা প্রতারণাপূর্ণভাবে নিজেদেরকে খিলাফত দাবী করে অথচ নাম ব্যতীত তারা এ সম্পর্কে আর কিছুই জানেনা। বস্তুত, সবাই তাদের হাতিয়ারগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে হালাবের হত্যাযজ্ঞ অবলোকন করেছে। তারপর সিরিয়ার জনগণের শত্রুরা এবং তাদের সাথে একত্রিত সিরিয়ার জনগণের বন্ধু ও মিত্র দাবীকারী গোষ্ঠীসমূহ, এবং বিরোধী বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর কিছু বিশ্বাসঘাতক নেতৃবৃন্দ, সবাই একত্রিত হয়েছে। তারা সকলে মিলিতভাবে আশ-শামের জনগণের বিরুদ্ধে এক সুগভীর খাদ প্রস্তুত করেছে, আর যার পরিণামে আমেরিকা ও রাশিয়ার সমঝোতায় হালাবের পতন ঘটেছে। 'হালাব'কে অতি নগণ্য মূল্যে তুরস্কের বাজারে বিক্রি করা হয়েছে, আর এই মূল্য নির্ধারণ করেছে যুদ্ধরত দলগুলোর কিছু বিশ্বাসঘাতক নেতৃবৃন্দ যারা হালাবকে নিশ্চিহ্ন করতে শত্রুদের নিকট অর্পণ করেছে। অন্যথায় কিভাবে এটিকে ব্যাখ্যা করা যায় যেখানে দারিয়া শহর চার বছর ধরে টিকে আছে সেখানে হালাবের পতন হল মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে।

আমরা আজ হালাবকে হারাইনি বরং সেইদিনই হারিয়েছি যেদিন থেকে যুদ্ধরত দলগুলোর নেতৃবৃন্দ যুদ্ধবিরতি ও আলোচনার পথ বেছে নিয়েছিল। আমরা সেদিনই হালাবকে হারিয়েছি যেদিন থেকে আমরা শর্ত সাপেক্ষে সহায়তা গ্রহণ করেছি এবং আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে অর্থের বিনিময়ে দাতাদের আয়ত্তাধীন করেছি। যারা তখন আমাদের জন্য সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে ও আমাদেরকে শৃঙ্খলিত করেছে এবং আমাদের গলায় বেঁড়ি পড়িয়েছে। হালাবকে আমরা সেইদিন হারিয়েছি যখন আমরা আল্লাহ্'র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার পরিবর্তে এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও দলের জন্য প্রাধান্য বিস্তারে লিপ্ত হয়েছি। এছাড়াও বিশেষ সুবিধা ও পদ ধরে রাখার আশায় আমরা হালাবকে হারিয়েছি যা পুরোটাই হয়েছে শহীদের রক্ত ও মানুষের দুর্ভোগের বিনিময়ে।

আলেপ্পোর পতন হয়নি বরং মিথ্যার দাবিদার, সওদাকারী, বিশ্বাসঘাতক এবং ভন্ড, এমন প্রতিটি গোষ্ঠীর পতন হয়েছে। তাদের মুখোশ চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে আর তাদের ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হয়েছে। আর সেইসাথে সেখানে নিষ্ঠাবানদের হৃদয়ে জবাবদিহিতার প্রতি আনুগত্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমাদের এই বিপ্লবকে রক্ষার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে।

হালাবের ধ্বংস মার্কিন পরিকল্পনার অংশ যেখানে রাশিয়াকে সে একটি ভারী ছড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে মাত্র, যাতে করে এই অঞ্চলকে সে নতি স্বীকার করাতে পারে ও তাদেরকে 'রাজনৈতিক সমাধানে' আসতে বাধ্য করতে পারে। তবে হালাবের ধ্বংস এই বিপ্লবের শেষ নয় বরং বিপ্লবের পথকে পরিশুদ্ধ করার এক নতুন সূচনামাত্র। কারণ আশ-শামের জনগণ কখনও এটা মেনে নেবে না যে বিপ্লবের অগ্নিশিখা নিভে যাক। বরং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্'র প্রদর্শিত সোজা পথে এটি আবারও বিচ্ছুরিত হবে। তখন এই আলো কাফির সাম্রাজ্যবাদী, মুনাফিক এবং বিশ্বাসঘাতকদের কঠোরভাবে আষ্ঠে পৃষ্ঠে ঘিরে ফেলবে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র জন্য তা দুরুহ ব্যাপার নয়।

ইসলামের আবাসস্থলের অধিবাসী – হে আশ-শামের ধৈর্য্যশীল ও উদ্যমী মুসলিমগণ: আমরা আল্লাহ্'র কাছে এই প্রার্থনা করি যেন এই ঘটনা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং বিপ্লবের পথ ও দিশা ত্রুটিমুক্ত হয়ে সকল বিষয়াবলী সঠিক হয়। যেখানে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **"মুমিন কখনও একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।"** আপনারা নিশ্চয়ই 'রাজনৈতিক অর্থের' ধ্বংসাত্মক প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন যে অর্থদানকারীরা আপনাদের বিপ্লবকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং আপনারা আরও প্রত্যক্ষ করেছেন যে রাজনৈতিক সচেতনতাবিহীন নিরলস পরিশ্রম কিভাবে ত্যাগ স্বীকারকে বেহিসেবির মত উড়িয়ে দেয়, আর সকল ফলাফলকে নষ্ট করে দেয়। মূলতঃ এধরনের কর্মকাণ্ড ইসলামের শত্রুদের জন্য উপহারস্বরূপ। সুতরাং, এই বিপ্লবে দৃশ্যমান সকল শৃংখলিত ও আপোষকামী নেতৃবৃন্দকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং সকল দলগুলোকে এমন একটি সচেতন ও নিষ্ঠাবান নেতৃবৃন্দের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যারা তাদের উদ্দেশ্যকে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি দ্বারা নির্ধারিত করেছে এবং যাদের নিকট লক্ষ্য অর্জনের এই পথ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার দূরদর্শী চিন্তা রয়েছে। এই নেতৃত্ব বিপ্লবকে শত্রুদের আরোপিত পথে প্রতিক্রিয়াশীলভাবে গতিপথ পরিবর্তন করবে না বরং সঠিক পথে পরিষ্কার দূরদৃষ্টি ও সচেতনতার সাথে অগ্রগামী হবে। তারা শুধুমাত্র আল্লাহ্'র রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সকলের সেই রজ্জুকে ছিন্ন করবে যা আমাদের উপর দুর্যোগ ব্যতীত আর কিছুই বয়ে আনেনি, এবং বর্তমান দুর্ভোগের জন্য এরাই দায়ী। সুতরাং, আমরা কি এখনও সন্তুষ্ট হব না? আমরা কি শত্রুদের সহায়তা ও ইচ্ছার শৃঙ্খল হতে নিজেদেরকে মুক্ত করে আল্লাহ্'র নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে এবং শুধুমাত্র তাঁর উপর ভরসা করে শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভে সচেষ্ট হব না। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"যে ব্যক্তি জমিনে উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সে বেশি হেদায়েত প্রাপ্ত নাকি যে ব্যক্তি সোজা সঠিক পথ ধরে চলে সে?"** [সূরা মূলক : ২২]

> ...আলেপ্পোর পতন হয়নি বরং মিথ্যার দাবিদার, সওদাকারী, বিশ্বাসঘাতক এবং ভন্ড, এমন প্রতিটি গোষ্ঠীর পতন হয়েছে। তাদের মুখোশ চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে আর তাদের ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হয়েছে...

সুতরাং, আমরা কি চুপচাপ সবকিছু মেনে নেব? নাকি হালাবের পতন আমাদের জন্য এমন এক সতর্কবার্তা হয়ে থাকবে যা আমাদের ঈমানকে পুনঃর্জীবিত করবে এবং বিশ্বজাহানের রব-এর শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আমাদেরকে শুধুমাত্র তাঁর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করার এবং শুধুমাত্র তাঁর উপরই ভরসা স্থাপনের দিকে ধাবিত করবে, যেখানে আমরা তাঁর দ্বীনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে যাব যতক্ষণ না তাঁর ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করে।

"তোমরা যদি আল্লাহ্'কে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং জমিনে তোমাদের পদচিহ্নকে মজবুত করবেন।" [সূরা মুহাম্মদ : ৯]

১৬ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী
১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ তুরস্ক (অনুবাদকৃত)

"যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।" [সূরা আল-আনফাল : ৭২]

আলেপ্পো থেকে উত্থিত কালো ধোঁয়ার আড়ালে আমাদের ভাইদের হত্যা করা হচ্ছে। কাফির, খুনী মার্কিনী ও পশ্চিমা সামরিক জোট, এবং পাপাচারী রাশিয়া ও আসাদ সরকার আক্রমণ চালিয়ে প্রতিদিন মুসলিমদের ঠান্ডা মাথায় নির্মুল করছে এবং একজন শিশু ও বৃদ্ধা মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য করছে না। যখন পিতামাতাগণ তাদের শিশুদেরকে চিকিৎসার আশায় হাসপাতালে প্রেরণের জন্য ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন এই খুনী পাপাচারীরা তাদেরকে রকেট ও বোমা দিয়ে তাড়া করছে! তাদের এই বর্বর আক্রমণ থেকে না রেহাই পাচ্ছে কোন মসজিদ ও হাসপাতাল, আর না বেকারী এবং এম্বুলেন্স! আলেপ্পোর মুসলিমরা এমনকি ইসলামের ভূমিতে (আশ-শাম) নিরাপত্তার অভাবে জুমু'আ'র সালাত আদায় করতে পারছেন না। আর এসবই ঘটে চলেছে তথাকথিত মানবাধিকারের রক্ষক, সভ্য দুনিয়ার চোখের সামনে এবং সিরিয়ার আশপাশের মুসলিমদেশগুলোর সম্মুখে।

এভাবে যখন ইসলাম এবং মুসলিমদের শত্রু, কাফের ও যালিমরা তাদের বিদ্বেষ ও যুলুমের খবরদারি চালিয়ে যাচ্ছে তখন কিছু মুসলিম শাসক অতি সামান্য কিছু স্বার্থের বিনিময়ে নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে থেকে তা প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ কোন কাজ না করে কেবল বাগাড়ম্বর করে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তা পরিবর্তন করছে কিংবা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এসবই তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ বহন করে এবং এটাও প্রমাণ করে যে তারা কোন প্রকৃত নেতৃত্ব নয় বরং শুধুমাত্র অন্যায়কারীদের কর্তৃক আরো বেশী মুসলিম নিধনকেই উৎসাহিত করছে।

হে মুসলিমগণ! আপনারাই শুরু থেকে সিরিয়ার বিপ্লবকে সমর্থন দিয়েছেন এবং চালিত করেছেন, এবং সিরিয়াতে আপনার ভাইদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আপনারা ত্রাণকার্য এবং অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য কাজ করেছেন, তা যত সামান্যই হোকনা কেন; এবং তাদের জন্য আকাশের দিকে হাত তুলে দু'আ করেছেন যখনই তারা গণহত্যার শিকার হয়েছে। এবং এখন আপনাদের হৃদয় আলেপ্পোর সাথে আন্দোলিত হয়, আমরা আলেপ্পোর শিশুদের দিকে তাকিয়ে লজ্জাবোধ করি যখন আমরা নিজেদের শিশুদের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দেই। আপনাদের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয় যখন আপনারা শুনতে পান আলেপ্পোর মহিলাদের সাথে কি করা হচ্ছে। আপনারা এই যুলুম অপসারণের জন্য কিছু করতে চান, কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলেন, আমাদের কীইবা করার আছে! কিন্তু আপনাদের করণীয় বিষয়টি অজানা নয়! যখন আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা অবিশ্বাসী রাষ্ট্রসমূহ এবং তাদের দখলদার সেনাবাহিনীর হত্যাকান্ডের শিকার হচ্ছে তখন তাদের মোকাবেলায় আমাদের প্রয়োজন এমন একটি রাষ্ট্রের যা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, এবং একটি সেনাবাহিনীর যা তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে ও যালিমদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে; কিন্তু সেই রাষ্ট্রটি আমাদের নেই যা আমাদেরকে সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ করবে। যখন এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল তখন আমাদের ভাইয়েরা আল-শাম, আলেপ্পো, হোমস এবং মসুল থেকে ছুটে এসেছিল দার্দানেলিস যুদ্ধে আমাদের উদ্ধার এবং সাহায্য করার জন্য, কিন্তু আজ আমাদের সেনাবাহিনী, যেটিকে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সেনাবাহিনী বলে জানি, হাত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এবং আলেপ্পোর মুসলিমদের উদ্ধার ও যালিম বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং আপনারা উচ্চকণ্ঠে এবং সর্বোচ্চ শক্তিতে আওয়াজ তুলুন – "আলেপ্পোতে সেনাবাহিনী পাঠাতে হবে", "দামেস্কে সেনাবাহিনী পাঠাতে হবে", এই শ্লোগাণের দ্বারা আপনাদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করুন যতক্ষণ না তা সবাই শুনতে পায়, এবং তা দেয়াল ভেদ করে প্রাসাদ এবং সেনা ক্যাম্পসমূহে পৌঁছে যায়।

হে শাসকবৃন্দ! সিরিয়া সরকারের অত্যাচারের মাত্রা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা কি আপনারা দেখেন না, যাকে আপনারা যালিম হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন! এবং তারপর আপনারা বলেছেন, "আমরা আর কোন দ্বিতীয় হামা মেনে নিব না", অথচ তারপর এই শাসক আর কতটি হামা'র জন্ম দিয়েছে! আপনারা কি তা দেখেননা?! আলেপ্পোতে প্রতিদিন যে গণহত্যা সংগঠিত হচ্ছে, তা আলেপ্পোকে একটি ধ্বংসস্তুপ ও রক্তের নদীতে পরিণত করেছে! মসজিদ এবং হাসপাতালের ধ্বংসস্তুপ থেকে বের করে আনা এবং রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহের ছবিগুলো কি আপনাদের নিকট পৌঁছেনি? এবং পৌঁছেনি আপনাদের কানে নারী এবং শিশুদের কান্না? যারা কেঁদে কেঁদে বলছে, হে মুসলিম শাসকবৃন্দ, হে সামরিক নেতৃবৃন্দ! তোমরা কোথায়? তোমরা কেন আমাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসছো না? সুতরাং, কেন আপনারা আলেপ্পো এবং দামেস্কে সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছেন না? অথচ আপনারা নিজেদেরকে সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। নাকি আপনারা কি কাফির, মার্কিন ও রাশিয়া, এবং বাশার আল-আসাদকে ভয় করেন? অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন অধিকতর ভয়ের যোগ্য। আপনাদের রব বলেন:

"তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ্, যদি তোমরা মু'মিন হও।" [সূরা আত-তাওবা : ১৩]

হে শাসকবৃন্দ! আপনাদের আচ্ছন্নকারী ভয়ই কাফির উপনিবেশবাদীসহ বাশার আল আসাদের সাহসের উৎস। এটা বলাও যুক্তিযুক্ত যে, আপনাদের ভয় তাদের শক্তির উৎস, এবং দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থে উপনিবেশবাদীদের সাথে আপনাদের যে জোট গঠন তা অচিরেই বিলীন

হয়ে যাবে, আপনারা উপনিবেশবাদী জোটের দ্বারা যে প্রতারিত হয়েছেন একথাটি বুঝে উঠার আগেই। যা আপনাদের জন্য এই দুনিয়াতে লজ্জা এবং আখিরাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কঠোর আযাব ব্যাতিত আর কিছু বয়ে আনবে না। সুতরাং কাফের উপনিবেশবাদীদের কাছ থেকে যারা মর্যাদা কামনা করে তাদের ভাগ্যে লেখা অপমান এবং ব্যর্থতার ব্যাপারে আমরা আপনাদের চিন্তা করতে বলি। সুতরাং আস্থা রাখুন শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র উপর এবং আপনাদের মুসলিম জনগণের উপর। আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন ১৫ জুলাই রাতে জনগণ কি করেছে। তারা ইসলামকে রক্ষায় কামালিস্টদের সামনে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলাম ব্যাতিত অন্য কোন ব্যবস্থার জন্য নয়। ইসলাম এবং মুসলিমদের বিজয়ের জন্য জনগণ সবসময় ট্যাঙ্ক, বিমান এবং সকল অস্ত্রের সম্মুখে নিজেদের উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। সুতরাং প্রকৃত সত্যের উপর ভরসা রাখুন, এবং ইসলাম ও মুসলিমদের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন না। এখন কর্তব্য হচ্ছে, সিরিয়ায় গিয়ে মুসলিমদের সাহায্য করা এবং বাশার আল আসাদকে অপসারণ করা; আমেরিকা-রাশিয়াকে সাহায্য করা কিংবা আলেপ্পোকে অবরুদ্ধ করে তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধান বাস্তবায়নের পথ দেখানো নয়। আশ-শাম এবং আলেপ্পোর সমর্থনে সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও মর্যাদাবান সেনাবাহিনী যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূল (সাঃ)-কে ভালবাসে তাদের জন্য কোন কঠিন বিষয় নয়। কাফির এবং অত্যাচারীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও সেনাবাহিনী প্রেরণ অসম্ভব নয়, যা অনেকে মনে করেন! তখন আপনারা নিজদেশে জনগণের সমর্থন লাভ করবেন এবং একথা প্রমাণে সক্ষম হবেন যে, সত্যিকারভাবে আপনারা অটোম্যানদের উত্তরসূরী!

হে নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ! এই মুসলিম সেনাবাহিনীর রয়েছে গৌরবময় অতীত। সিরিয়ার সন্তান, মুসলিমগণ এই বাহিনীতে যোগ দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহায্য করেছিল। আজকে তারা আলেপ্পোতে কাফির রাশিয়া ও আমেরিকা, এবং অত্যাচারী সিরিয়ান শাসকের বিরুদ্ধে আপনাদের সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছে, যারা তাদের উপর বৃষ্টির মত বোমা বর্ষণ এবং তাদের হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, আপনাদেরকে এই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গণ্য করা হয়। আপনাদের রয়েছে মুসলিমদের নিয়ে গঠিত এমন এক বাহিনী যারা মুহাম্মদ আল ফাতেহ্'র অনুসারী, জিহাদ এবং আল্লাহ্'র পথে শাহাদাতের জন্য সদা প্রস্তুত। আপনারা যখন 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলে আলেপ্পোর উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তখন আপনাদের সামনে শাসকদের ভাড়া করা শাবিহা কিংবা মার্কিনীদের ভাড়াটে যোদ্ধাদের খুঁজে পাবেন না, পাবেন না মদাসক্ত রাশিয়ান সৈন্যদের, তারা সকলে আপনাদের সামনে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে।

আপনারা দিন-রাত বলে থাকেন যে আপনারা ১৫ জুলাইয়ের পর সকল বিশ্বাসঘাতকদের অপসারণ করেছেন, সুতরাং আশ-শামের জনগণকে উদ্ধারের অনুমতির জন্য আর কিসের অপেক্ষা করছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাহিনী হিসাবে পরিচিত আমাদের সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করার আদেশ সম্বলিত আমাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এই আয়াত কি আপনাদের জন্য যথেষ্ট নয়:

"যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।" [সূরা আল-আনফাল : ৭২]

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্'র রাহে লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" [সূরা আন-নিসা : ৭৫]

হে মুসলিমগণ: আলেপ্পো, মসুল এবং আরাকানে নিহত মজলুম জনগণ আপনাদের ভাই। এবং আপনাদের হৃদয় সে ব্যাথা অনুভব করে, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে আপনাদের কাজ সীমিত। তাদের উপর থেকে যুলুম অপসারণের একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের সাহায্যে মুসলিম সেনাবাহিনী প্রেরণ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: **"একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের ভাই, সে তাকে অত্যাচার করে না কিংবা তাকে পরিত্যাগও করে না।"**

সুতরাং, আপনাদের অবশ্যই শাসকদের জবাবদীহি করতে হবে, যতক্ষণ না তারা সেনাবাহিনী পরিচালনা করে যালিমের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য আর্তনাদকারী মুসলিম ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে। তাদের জন্য আরো বড় দায়িত্ব হচ্ছে, মুসলিমদের রক্ষা ও তাদের ভূমিসমূহকে মুক্ত করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠায় কাজ করা।

৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী
৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

...১৩ পৃষ্ঠার পর থেকে

চক্রান্তমূলক প্যারিস সম্মেলনটি ফিলিস্তিন...

সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবৃতিতে তারা, ইহুদী দখলদারিত্ব, দখলদার সেনাবাহিনী ও অবৈধ ইহুদী বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামকে উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদী প্রতিরোধ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। সম্মেলন থেকে অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রটির নিরাপত্তা বিধানের উপরও জোর দেয়া হয়। সুতরাং, যারাই উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে, এবং সম্মেলন ও এর ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছে তারা সবাই অপরাধী এবং পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের বিসর্জনকারী হিসেবে গণ্য।

ইসলামী উম্মাহ্, বিশেষ করে ফিলিস্তিনের জনগণ, ঐসব বিশ্বাসঘাতকদের কখনও ক্ষমা করবে না, যারা ইহুদীদের স্বার্থে ফিলিস্তিনকে বিক্রি করেছে অথবা এর বিসর্জনকে স্বাগত জানিয়েছে অথবা ফিলিস্তিন ও এর জনগণকে পরিত্যাগ করেছে। এবং উম্মাহ্ এমন একটি দিনের অপেক্ষায় রয়েছে যেদিন (কাফির, ফিলিস্তিনকে বিসর্জনকারী ও তাদের সহযোগীদের বদলে) নবুয়্যতের আদতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা বিজয়ের অদম্য ঘোড়া পরিচালিত করে এবং মুক্তির শ্লোগাণ তুলে, ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনী এবং আল্লাহু আক্‌বার ধ্বনী তুলে সমগ্র ফিলিস্তিন হতে ইহুদীদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করবে এবং এই পবিত্র ভূমিকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসবে, ইনশা'আল্লাহ্।

"আর নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ।" [সূরা আশ-শু'আরা : ২২৭]

১৮ রবিউস সানি, ১৪৩৮ হিজরী
১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

■

প্রেসবিজ্ঞপ্তি : হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস (অনুবাদকৃত)

মার্কিনীরা বিশ্বব্যাপী তার অত্যাধুনিক অস্ত্রের ঘাঁটিগুলোকে খালি করে, ২০১৬ সালে সিরিয়া এবং ইরাকে ২৪,২৮৭ টি বোমা নিক্ষেপ করেছে, আর তার পুঁজিবাদী কোম্পানীগুলো বোমার সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রতিযোগীতায় লিপ্ত থেকেছে

৫ জানুয়ারি, ২০১৭-তে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক 'কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন'-এর একটি সামরিক বিশ্লেষণের মতে আমেরিকা ২০১৬ সালে সিরিয়া এবং ইরাকে ২৪,২৮৭ টি বোমা বর্ষণ করেছে। তার মানে সিরিয়া এবং ইরাকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬৭ টি বোমা বর্ষিত হয়েছে। এই লোমহর্ষক বিশ্লেষণ যেদিন প্রকাশিত হয় সেদিনই মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে ৫ জানুয়ারি সিরিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত ১৫ টি আক্রমণের তালিকা এবং তাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ২৩ টি লক্ষ্যবস্তুর বিস্তারিত বর্ণনাসহ ইরাকে একই দিনে পরিচালিত ১০টি আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত লক্ষ্যবস্তুর তালিকা প্রকাশিত হয়।

একই দিন, ৫ জানুয়ারি ২০১৭-তে, ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, যার শিরোনাম ছিল "ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে বিমান হামলার আকস্মিক বৃদ্ধিতে বোমা ও মিসাইল সরবরাহে টান পড়ায় উৎপাদন বাড়ালো বোয়িং, লকহিড ও বিএই"; মার্কিনীদের এই বিদ্বেষপূর্ণ উন্মত্ত হত্যাকাণ্ড এতটাই ব্যাপক ছিল যে তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কিন সামরিক পরিকল্পনাবিদরা ইউরোপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে বোমার সরবরাহ সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়।

সিরিয়ার জনগণকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারত এমন অস্ত্র থেকে নিষ্ঠাবান বিদ্রোহীদের বিরত রেখে বাশার আল আসাদের সরকারী নৃশংসতাকে সমর্থন দেয়ার পাশাপাশি মার্কিনীরা সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে অতি তৎপর রয়েছে এবং একই সাথে রাশিয়ার বোমা বর্ষণের প্রচারণার আড়ালে নিজের কৃত আক্রমণকে গোপন করছে।

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে তার ঘাঁটিসমূহ অপসারণ করে ইসলামের প্রতি তার বিদ্বেষ ইরাক এবং সিরিয়ার মুসলিমদের উপর ঢেলে দিয়েছে। ১৫ অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত পরিচালিত ৮০০ দিনের অভিযানে, যার ব্যয় প্রতিরক্ষা বিভাগের হিসেবে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দৈনিক ১২.৬ মিলিয়ন ডলার। এর শিকার যারা হয়েছেন তাদের মূল্য দিতে হয়েছে আরো অনেক বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী 'প্রিসেশন বম্বিং'-এর নামে ভন্ডামী করে, এবং ইউ.এস সেন্ট্রাল কমান্ডের দাবী হচ্ছে 'অপারেশন ইনহেরেন্ট রিজলভ'-এর শুরু থেকে মাত্র ১৮৮ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া এই ক্ষয়ক্ষতির চিত্র একটি জ্বলন্ত মিথ্যা। সিরিয়ার মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সংস্থা আগস্ট ২০১৬ তে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যে, শুধুমাত্র মানবিজ অভিযানে ৫২ শিশুসহ ১৯৯ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে, এবং ২৬ অক্টোবর, ২০১৬-এ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি অতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রিপোর্টে সিরিয়াতে ৩০০ বেসামরিক লোক নিহত হওয়ার কথা প্রকাশ করে।

হে মুসলিমগণ, মার্কিনীদের নেতৃত্বে কাফিররা ইরাক জুড়ে ধ্বংস ও বিভক্তি ছড়িয়ে দেয়া এবং সিরিয়ার মহান বিপ্লবকে নস্যাৎ করাকে একটি সুন্দর বিষয় হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছে, এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট আক্রমণের মিথ্যা শ্লোগাণের আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। অথচ সিরিয়া ও ইরাকের মুসলিমদের উপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরও তারা যে বিষয়টিকে ভয় পায় তা আজ তাদের আরো নিকটবর্তী হয়েছে, যে সময়ে তারা আক্রমণ শুরু করেছিল। **"আল্লাহ্ হচ্ছেন ঈমানদারদের সাহায্যকারী, যখন কাফিরদের কাছে মিথ্যা এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নেই।"**

সিরিয়ার ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান : মার্কিন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন না। এবং যারা জেনেভা-১ এ আমেরিকা নির্দেশিত "রাজনৈতিক সমাধান"-এর প্রচারণা চালায় তাদের সাথে অবিলম্বে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। এই সমাধান মুসলিমদের রক্তে প্লাবিত এবং এত ত্যাগ সিরিয়ার উপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ নবায়নের জন্য নয়।

আমরা উম্মাহ্'র অবশিষ্টকে একযোগে খিলাফতের অধীনে জেগে উঠে দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের অপসারণের আহ্বান জানাই, যারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে ঠেকাতে মার্কিন এবং পশ্চিমাদের নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

আর মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানীয় অফিসারগণের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান, আপনারা এই মহান উম্মাহ্'র সন্তান, আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে উম্মাহ্'কে রক্ষা করে আল্লাহ্'র দ্বীনের সেবা করা, এবং বিশ্বাসঘাতক শাসকদের অপসারণ করে খিলাফতের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া; একমাত্র এভাবেই আপনারা আল্লাহ্'র রহমত অর্জন করতে পারবেন, নতুবা আল্লাহ্ আপনাদের সহ কিংবা আপনাদের ছাড়াই এই দ্বীনকে বিজয়ী করবেন।

১৩ রবিউস সানি, ১৪৩৮ হিজরী
১১ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

■

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ জর্ডান (অনুবাদকৃত)

"সন্ত্রাসবাদ"-এর নামে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

সালাহ্‌উদ্দীনের কারাক, মুতাহ্'র কারাক, এবং আল-মাজারের কারাক, সেই কারাক শহরের মর্মন্তিক ঘটনার পর, এবং কারাক শহরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, সামরিক বাহিনী ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ নাগরিকদের অলঙ্ঘনীয় রক্তপাতের পর...যে রক্ত প্রবাহিত হতো না যদি এখানে জর্ডান সরকারের সেই ঘৃণ্য নীতি না থাকত যার কারণে তারা ইসলামী রাজনৈতিক কর্মী ও আলোকিত চিন্তার অধিকারীদেরকে দমন-নিপিড়ন ও গ্রেফতার করে; তাদের বিরুদ্ধে মসজিদে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের মুখের উপর মসজিদের মিম্বরকে বন্ধ করে দেয় এবং তাদেরকে নিপীড়ন করতে কোন উপায় উপকরণই বাদ দেয় না। আলেম সমাজের সাথে এমন হয়রানীমূলক আচরণ করে ও ভয় দেখায় যাতে তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়, তাদের মতামত চাপা পড়ে। যারা সামরিক বাহিনীর অফিসারদেরকে সেই সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে না যে, তারাই উম্মাহ্'র সঙ্কটাপন্ন অবস্থা পরিবর্তনের আশা, যাদের মধ্যে উম্মাহ্'র নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) লুক্কায়িত ও সম্মান সংরক্ষিত রয়েছে, যাদের মাধ্যমে উম্মাহ্'র পবিত্র ভূমিগুলো মুক্ত হবে, সম্মান সংরক্ষিত হবে, কারণ তারা উম্মাহ্ হতে, উম্মাহ্'র জন্য।

প্রকৃতই, শুধু কারাক কিংবা অন্য শহরগুলো কিংবা গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতেই নয়, সামরিক বাহিনী ও সাহসী সেনাদের রক্ত আজ অঝোরে ঝরছে। অথচ, তাদের সম্মান এবং অবস্থান থাকার কথা ছিল পৌরষদীপ্ত ও গৌরবের জায়গায়, এবং আল-আকসাকে মুক্ত করতে জিহাদ এবং রণাঙ্গণ মুখে, আল-কুদ্‌স-এর দ্বার গোড়ায়, মুসলিম বোনদের সম্মান ও অসহায় শিশুদের রক্তের নিরাপত্তায়, আলেপ্পোসহ মুসলিম ভূ-খন্ডের জনগণ ও মুসলিম ভাইদের সমর্থনে, যেখানে আজ তারা নির্বিচারে হত্যাকান্ডের শিকার হচ্ছে, তাদের সম্মানকে লুণ্ঠিত করা হচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ীসমূহকে গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

কারাকের সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষিতে, জর্ডানের সরকার তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে একটি উন্মত্ত প্রচারণা শুরু করে, যার অস্তিত্ব এই ভূ-খন্ডে পূর্বে বিদ্যমান ছিল না, বরং এর বৃদ্ধি ঘটেছে এসব সরকারগুলোর অধীনে, যারা জনগণের উপর অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি ও ধ্বংসের শাসন চালিয়েছে। যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পদ্ধতিকে অপসারণ এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি, সরকার তার পদানত সংবাদ মাধ্যম, প্রচারক ও রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে কারাক ও অন্যান্য স্থানে যা ঘটেছে তার সাথে ইসলাম এবং ইসলামী চিন্তার সংযোগ স্থাপনের সস্তা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। তারা ইসলাম, কুর'আন, এবং মসজিদের দিকে তাদের অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছে, অথচ তারা মসজিদের প্রতি, শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাদের প্রকৃত দায়িত্বকে অবজ্ঞা করেছে, যেখানে কুর'আন-এর কিছু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কিছু হাদীস ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং, জর্ডান সরকার এই ঘটনাকে পুঁজি ও ব্যবহার করে এটিকে ইসলামের (আক্বিদাহ্ ও আহ্‌কাম হিসেবে) বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধকে চলমান রেখেছে।

এবং একই সময়ে সরকার উম্মাহ্'র নিষ্ঠাবান সন্তানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করছে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অস্ত্র ও নিরাপত্তার কোন হুমকির আশ্রয় না নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম করছে। আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, শাসকগোষ্ঠী সেই সব ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দ্বারা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, সংবাদ মাধ্যম ও ফোরাম খুলছে, যারা ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষপূর্ণ এবং শত্রুভাবাপন্ন। রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগকে তারা নিজেদের সেবায় নিয়োগ দিয়েছে যাতে তারা তাদের অপপ্রচার অব্যাহত রাখতে পারে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দ্বীন ও শারী'আহ্'র বিরুদ্ধে উন্মত্ত আক্রমণ চালাতে পারে, সবরকম দায়মুক্তি, জবাবদিহিতা এবং ভয়ের ঊর্ধ্বে থেকে। বরং রাষ্ট্রের সকল বিভাগই তাদের ঘৃণ্য কর্মকান্ডকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি না ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোন সম্মানজনক অবস্থান, কিংবা প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে এমন কোন অবস্থান যাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) সন্তুষ্ট হন, কিংবা ফতোয়া বিভাগ থেকে এই অপরাধ ও অপমানের বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুলতে, এমনকি সামান্য ফিসফিসানীও শুনতে পাইনি।

প্রকৃতই, ইসলাম হচ্ছে সেই ন্যায়বিচার ও ক্ষমার দ্বীন যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমগ্র মানবজাতির জন্য মনোনিত করেছেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আল-আম্বিয়া' : ১০৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা নিয়ে আগমন করেছেন তা মানবজাতির জন্য রহমত, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী শাসনের আনুগত্য ও বাস্তবায়ন হচ্ছে সেই রহমতের বাস্তবরূপ। এবং আল্লাহ্'র রাস্তায় আল-জিহাদ, যার মাধ্যমে ইসলামকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়া হয় এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বাণীকে সুউচ্চে স্থাপন করা হয়, সেটি হচ্ছে সেই রহমত থেকে প্রাপ্ত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্'র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়

তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালিম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)।" [সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৯৩]

একইভাবে কিসাস্ এবং হুদুদ সম্পর্কিত হুকুমগুলোও এই রহমত থেকেই এসেছে।

"হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" [সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৭৯]

সুতরাং, আল্লাহ্'র সমগ্র দ্বীন এবং এর আহ্কামসমূহ হলো রহমতস্বরূপ।

হে জর্ডানের জনগণ:

আপনাদেরকে অবশ্যই এমন অবস্থান গ্রহণ করতে হবে যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূলকে (সাঃ) সন্তুষ্ট করে, যাতে আপনারা শক্ত অবস্থান নিতে পারেন তাদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের মহান দ্বীনের বিরুদ্ধে "সন্ত্রাসবাদ"-এর নামে আক্রমণাত্মক ও বিকৃত প্রচারণা চালাচ্ছে। যারা সরকার কর্তৃক পরিচালিত, লালিত-পালিত ও নির্দেশিত হচ্ছে। যে সরকার আল্লাহ্'র দ্বীনকে নিভিয়ে দিতে পশ্চিমা কাফিরদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। যদিও তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে প্রজ্জলিত করবেন, ইনশা'আলাহ্।

হে জর্ডানের জনগণ:

এটি আপনাদের দ্বীন এবং আপনাদের আক্বীদাহ্। তাই এটি থেকে দূরে সরে যাবেন না অথবা ভয় পাবেন না এবং ভীত হবেন না যখন সরকার, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা কিংবা তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ইসলামকে "সন্ত্রাসবাদ"-এর সাথে, উগ্রবাদ ও চরমপন্থার সাথে সংযোগ করতে চাচ্ছে। তাই সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে আপনাদের দ্বীন এবং আক্বীদাহ্'র প্রতি অবস্থান নিন, এবং যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে হলেও ইসলামী হুকুম এবং ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হন, একে সমর্থন প্রদান করুন এবং এর পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনুন। কারণ, এতেই আপনাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে, এটি ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নেই।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্'র নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর নুরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে এই দ্বীন (ইসলামী জীবনাদর্শ) অন্য সকল দ্বীনের (ধর্ম, জীবনব্যবস্থা, আদর্শ) উপর বিজয়ী হয় যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" [সূরা আস-সাফ্ফ : ৮-৯]

২৯ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী
২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

প্রেসবিজ্ঞপ্তি : হিযবুত তাহ্রীর, ফিলিস্তিন-এর মিডিয়া অফিস

চক্রান্তমূলক প্যারিস সম্মেলনটি ফিলিস্তিন ইস্যুতে "বিশ্বাসঘাতক" সমঝোতামূলক সমাধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল

আরবলীগ এবং ও.আই.সি'র ব্যক্তিবর্গের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবৃতিতে ঘোষিত হয় যে, একটি সমঝোতামূলক দ্বিরাষ্ট্র তথা ইহুদী এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কর্তৃক শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সহাবস্থান হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জনের একমাত্র উপায়।

আমরা হিযবুত তাহ্রীর, পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন হতে বলতে চাই, যারা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে বা এর ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছে তাদের সবাইকে আমরা ফিলিস্তিন ও এর জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, এবং ইহুদী দখলদারিত্বের কাছে ফিলিস্তিনের পবিত্রভূমিকে সমর্পণকারী হিসাবে বিবেচনা করি। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি :

ফিলিস্তিন একটি ইসলামী ভূমি যা ইহুদীদের দ্বারা করায়ত্ত ও দখলকৃত, যারা তাদের সন্ত্রাসী সত্ত্বা-এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং জোরপূর্বক এর জনগণকে বিতাড়িত করেছে – ফ্রান্সের সহায়তায়, যে কিনা সম্মেলনের আয়োজক; বৃটেনের সহায়তায়, যে কিনা কুখ্যাত বালফোর ঘোষণার সত্ত্বাধিকারী, এবং আমেরিকার সহায়তায়, যে কিনা অর্থ, অস্ত্র ও অন্যায্য আন্তর্জাতিক প্রস্তাব দিয়ে এর সমর্থনকারী। এই পবিত্রভূমিকে দখলদারিত্বের খপ্পর থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন, এবং এই সমাধানকে শুধুমাত্র সমঝোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার একমাত্র অর্থ হচ্ছে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বাধাগ্রস্ত করে ইহুদীদের দখলদারিত্বের বৈধতা দেওয়া।

আরব বিশ্বসহ মুসলিম বিশ্বের বর্তমান শাসকেরা উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং তা হতে গৃহীত প্রস্তাবকে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করতে সেনাবাহিনী মোতায়নে তাদের যে দায়িত্ব ছিল তা পরিত্যাগ করেছে, এবং সমাধানকে শুধু সমঝোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সম্মত হয়ে তারা ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের জন্য একটি নামমাত্র রাষ্ট্রের বিনিময়ে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ ভূমিকে ইহুদীদের হাতে তুলে দিতে চাইছে।

...১০ পৃষ্ঠায় দেখুন

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, কানাডা (অনুবাদকৃত)

হে উম্মাহ্'র মহৎ আলেমগণ! সত্য বলা এবং সৎকর্ম করা কখনই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে না এবং রিজিককেও সংকুচিত করে না

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

আবু আদ-দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী।"** [আবু দাউদ, তিরমিযি]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে আপনাদের উপর অর্পিত উচ্চ মর্যাদা ও দায়িত্বের কারণে আমরা আপনাদের প্রতি নিম্নোক্ত আহ্বানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই প্রত্যাশায় যেন আমরা সকলেই তাদের কাতারে শামিল হতে পারি যারা সত্যের পক্ষে অবস্থানকারী এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনা।

প্রিয় ভাইয়েরা ও কর্তব্যপরায়ণ আলেমগণ :

আলেমগণ তাদের ঈমান, জ্ঞান, কর্ম এবং সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয়ার সাহসিকতার কারণে নবীগণের উত্তরসূরী হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু আজকের সেই আলেমগণ কোথায়? নবীগণের এই যুগের উত্তরসূরীরা কোথায়?

যেখানে আমাদের পূর্বের বড় বড় আলেমগণ তাদের অপরিসীম জ্ঞান ও দ্বীনকে সঠিকভাবে বোঝার সক্ষমতার কারণে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। যা তাদেরকে সত্যের পক্ষে সাহসী অবস্থানকারী ও তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান ভুলগুলিকে দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জকারী মহৎ ও সুপরিচিত আলেম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। যার কিছু উদাহরণ হলো:

- **আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.),** যিনি খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন।
- **সাইদ বিন জুবায়ের (রা.),** যিনি আল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর যুলুমের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সহিত অবস্থান নিয়েছিলেন।
- **সুফিয়ান বিন সাওরি (রহ.),** যিনি হারুন আল-রশিদ-এর পাঠানো চিঠিকে স্পর্শও করেননি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এটা একজন যালিম শাসকের নিকট থেকে এসেছে। তিনি তার এক অনুসারীকে এই চিঠিকে উল্টিয়ে তার পিছনের দিকে লিখতে আদেশ করলেন: "হারুনের প্রতি" এবং "আমির-উল-মু'মিনি'ন" সম্বোধন করে নয়, এবং বললেন (যার সার সংক্ষেপ): "মুসলিমদের সম্পদকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছো, তাই তুমি একজন যালিম, এবং আমি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবো।"
- **আবু হানিফা (রহ.),** যিনি আল-মনসুর-এর নেতৃত্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি যখন কারাগারে, তখন তার মা তাকে একদিন বললেন: "হে নু'মান, এই জ্ঞান তোমার জন্য শারীরিক শাস্তি আর কারাবাস ছাড়া আর কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি, এবং এই জ্ঞানকে পরিত্যাগ করার জন্য এটাই যথেষ্ট।" উত্তরে তিনি বললেন: "হে আম্মা, যদি আমি দুনিয়া আকাঙ্খা করতাম তবে তা পেতাম, কিন্তু আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে চেয়েছি যাতে আমি নিশ্চিত হতে পারি যে, আমাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে আমি তা সুরক্ষা করতে পেরেছি এবং এর দ্বারা নিজেকে অন্ধকারে ঠেলে দেইনি।"
- **আহ্‌মদ বিন হাম্বল (রহ.)** কারাগারে থাকা অবস্থায় তার চাচার সাথে তার এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয় যাতে তিনি জনসম্মুখে আল-মুতাসিম কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন: "যদি আলেমগণ হক্ব কথা না বলেন, এবং ফলশ্রুতিতে জনগণের নিকট তা উপেক্ষিত হয়, তবে কিভাবে তখন সত্য সবার নিকট সমাদৃত হবে?"

এগুলো ছিল পূর্ববর্তী মুসলিম আলেমদের কর্তৃক হক্বের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানের সামান্য কিছু নমুনা, সুতরাং আজকের সেই মুসলিম আলেমগণ কোথায়? উম্মাহ্'র বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনাদের অবস্থান কি? **ইমাম আল-গাজ্জালি (রহ.)** কর্তৃক প্রদত্ত এই উক্তির ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থান কোথায় যেখানে তিনি বলেছেন: "শাসকরা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়", "এবং আলেমগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হলে শাসকরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়"? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত নির্দেশের ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থান কোথায় :

"...(সত্য ও মহান বাণী) মানুষের নিকট বর্ণনা (ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট) কর, এবং তা গোপন করো না।" [সূরা আলি ইমরান : ১৮৭]

আলেমগণ ছাড়া জনগণ অন্ধকারে দিকভ্রান্ত এবং শয়তানের সহজ শিকার। তাই আলেমগণ হলেন এই জমীনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত বিশেষ রহমতস্বরূপ, এবং অন্ধকারে আলোকবর্তিকা, সঠিক পথে পরিচালনার নেতৃত্ব, এবং এই জমীনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিদর্শন; যাদের মাধ্যমে ভ্রান্ত চিন্তাসমূহকে প্রতিহত করা হয় এবং মানুষের হৃদয় ও মনে বিদ্যমান সন্দেহসমূহ দূর করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে তারকারাজির সাথে তুলনা করে বলেছেন :

"নিশ্চয়ই, আলেমগণ হচ্ছেন আকাশের নক্ষত্রের মত; যাদের মাধ্যমে জনগণ ভূ-পৃষ্ঠে ও মহাসমুদ্রে অন্ধকারে আলোর পথ দেখতে পায়, এবং যদি তারা দৃশ্যমান না থাকে, তবে জনগণ পথ হারাবে যেভাবে পথিক অন্ধকারে পথ হারায়।" [আহ্‌মাদ]

আমরা আপনাদের ভাই হিসেবে আপনাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করাতে চাই যেন আপনারা সেইসব সম্মানিত আলেমদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেন :

- **মুসলিম বিশ্বের শাসকদের জবাবদিহি করুন:** উম্মাহ্'র বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত আল-আসাদ কিংবা আল-সিসি থেকে শুরু করে ইয়েমেনে আমাদের মুসলিম ভাইবোনদের উপর সৌদী সরকারের নৃশংস বোমাবর্ষণ – আলেমগণকে সকল বিশ্বাসঘাতক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করতে হবে।

- **উম্মাহ্ ও মানবতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন করুন:** প্রাক্তন রিয়ালিটি শো' তারকা ডোনাল্ট ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ায়, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় উদার ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী ও তাদের নীতিসমূহের ভ্রান্তির মুখোশ উন্মোচনের কাজ সহজ করে দিয়েছে। আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ – আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া – মানবতা বিরুদ্ধে বিশেষ করে উম্মাহ্'র বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; হোক সেটা দক্ষিণ ডাকোটার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, অথবা সিরিয়া ও ইরাকে অব্যাহত আক্রমণ। তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক নীতিসমূহ শুধু মানবজাতির জন্যই ক্ষতি বয়ে আনেনি, বরং পশুকুল ও পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি আলেমগণ এ সকল নীতিসমূহের বিরুদ্ধে কথা না বলেন তাহলে কে আছে যারা উম্মাহ্ ও মানবজাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবেন?

আমাদের প্রাণ প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি হাদীস দিয়ে এই আহ্বান শেষ করতে চাই-

"লোকের ভয় যেন তোমাদেরকে হক্ব কথা বলা হতে বিরত না রাখে যখন তা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়; সত্য বলা এবং সৎকর্ম করা কখনই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে না এবং রিজিককেও সংকুচিত করে না।" [আহ্মাদ, ইবনে হিব্বান, ইবনে মাজাহ্]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে দৃঢ়পদ করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে ভাই-ভাই হিসাবে পুনরুত্থিত করুন। আমিন!

২৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী
২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

...১৭ পৃষ্ঠার পর থেকে

খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ব্যাখ্যা...

হাদিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তুমি কাদের নিকট হতে কর নিতে?" সে বলেছিল, "আমরা মুসলিম এবং চুক্তিবদ্ধ জিম্মিদের নিকট হতে কর নিতাম না।" সুতরাং আমি বলেছিলাম, "তাহলে কাদের উপর কর আরোপ করতে?" সে বলেছিল, "যুদ্ধ সম্পর্কিত দেশের [যেসব দেশের সাথে কোনরূপ চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক নেই] ব্যবসায়ীদের উপর, আমরা তাদের দেশে গেলে যেভাবে তারা আমাদের উপর কর আরোপ করে থাকে, সেভাবে আমরা একই হারে তাদের উপর কর ধার্য করি।" কর আদায়কারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে শুল্ক নিয়ে থাকে।

অতএব, অন্যান্য বিষয়ের মতো জিম্মিদের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র দায়িত্বশীল, তারা নাগরিকত্বের অধিকারসমূহ, নিরাপত্তা, বসবাসের নিশ্চয়তা এবং ন্যায়বিচার ভোগ করে থাকে। এছাড়াও তাদের সাথে দয়া, ধৈর্য্য এবং ক্ষমাশীল আচরণ করতে হবে। তারা চাইলে ইসলামী সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে পারে এবং মুসলিমদের পাশে থেকে যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে এবং জিযিয়া ব্যতিরেকে সম্পদ প্রদান করতে বাধ্য নয়, সুতরাং এক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর যে কর বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করা হয়, অমুসলিমদের উপর সেধরনের কোন কর ধার্য্য করা হয় না। জিম্মিদের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং লেনদেন ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে শাসক এবং বিচারকগণ জিম্মিদের প্রতি মুসলিমদের মতো একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। সুতরাং মুসলিমদের মতো জিম্মিরাও সমভাবে একই অধিকার ভোগ করে থাকে এবং এটা তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে, তারাও তাদের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবে, উদাহরণস্বরূপ: ওয়াদা পূরণ ও রাষ্ট্রের আদেশ পালন।

এটাকে এভাবে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বহনকারীদের বিষয়াদিসমূহ যথাযথভাবে দেখাশোনা করা হবে এবং এক্ষেত্রে তারা মুসলিম নাকি অমুসলিম সেটা কোন বিচার্য বিষয় নয়। যারা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করবে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা নিষিদ্ধ, কারণ শাসন ও বিচার এবং বিষয়াদি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দলিল-প্রমাণসমূহের সার্বজনীনতা এটাই নির্দেশ করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"আর যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়-ভিত্তিক বিচার করবে"** [সূরা নিসা : ৪৮]। এটা একটা সাধারণ নির্দেশনা যা মুসলিম ও অমুসলিম সকল মানুষের উপর প্রযোজ্য। এছাড়াও, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"বাদীকে অবশ্যই উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করতে হবে এবং অভিযোগ অস্বীকারকারী বিবাদীকে অবশ্যই ওয়াদা করতে হবে"**, সহীহ্ সনদ সহকারে আল-বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। এটাও সার্বজনীন এবং মুসলিম-অমুসলিম সবার উপরে প্রযোজ্য। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের হতে বর্ণিত আছে: **"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আদেশ দিয়েছেন যে, বিবাদে লিপ্ত পক্ষসমূহকে অবশ্যই বিচারকের সামনে বসতে হবে"**, আহমেদ ও আবু-দাউদ কর্তৃক বর্ণিত ও আল-হাকিম কর্তৃক স্বীকৃত। এটাও সার্বজনীন এবং এর মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষই অন্তর্ভূক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"ইমাম হচ্ছে অভিভাবক এবং সে তার আওতাধীন নাগরিকদের জন্য দায়িত্বশীল"** [মুসলিম এবং বুখারী উভয়ে একমত]। এখানে "নাগরিক" শব্দটি সার্বজনীন এবং এর মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম অন্তর্ভূক্ত। একইভাবে, নাগরিকত্বের সাথে সম্পর্কিত সকল সাধারণ দলিলসমূহ নির্দেশ করে যে, মুসলিম ও অমুসলিম, আরব ও অনারব এবং সাদা ও কালোর ক্ষেত্রে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা নিষিদ্ধ। বরং, ইসলামী নাগরিকত্ব বহনকারী সকল ব্যক্তির বিষয়াদি দেখাশোনার কাজে ও তাদের জীবনের, সম্মানের ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে শাসক, কিংবা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে বিচারক, কোনরূপ বৈষম্য না করে সকলের ক্ষেত্রে সমান আচরণ করবে।

(চলবে...)

■

ধারাবাহিক : গত সংখ্যার পর থেকে...

খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ব্যাখ্যা অথবা এর প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ

ধারা-৫

ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক শারী'আহ্ প্রদত্ত অধিকার ভোগ করবে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে।

ধারা-৬

রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্যে শাসনকার্যে, বিচার-ফয়সালাতে, বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যবস্থাপনায় কিংবা এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে কোন ধরনের বৈষম্য করতে পারবে না। বরং, প্রত্যেকের সাথে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমান আচরণ করতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম কিংবা অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য এই ধারা দু'টি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেসব মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের বাহিরে বসবাস করে এবং যারা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, তাদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, তারা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে না। সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, তার পিতা বলেছেন: **যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাউকে কোন বাহিনীর কিংবা অভিযানের আমির নিযুক্ত করতেন তখন তিনি (সাঃ) তাকে আল্লাহ্'কে ভয় করতে বলতেন এবং সাথের মুসলিমদের প্রতি সদয় আচরণ করতে বলতেন।** তিনি (সাঃ) বলতেন যে: **"আল্লাহ্'র কাজে এবং আল্লাহ্'র পথে বিজয় আনয়ন কর। যারা আল্লাহ্'কে বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। জয় কর এবং যুদ্ধলব্ধ মালামাল আত্মসাৎ করো না; প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না এবং মৃতদেহ বিকৃত করো না। শিশুদের হত্যা করো না এবং যদি তোমরা কোন মুশরিক শত্রুর দেখা পাও, তবে তাদেরকে তিনটি বিকল্পের দিকে আহ্বান করো। যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটিতে তারা সাড়া দেয়, তবে তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ কর এবং তাদের কোন ক্ষতি করা থেকে বিরত থাক। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাও; যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া দেয় তবে তা মেনে নাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত হও। অতঃপর তাদেরকে তাদের আবাসস্থল হতে মুহাজিরদের আবাসস্থলে চলে আসার আমন্ত্রণ জানাও এবং তাদেরকে বল যে, যদি তারা এটা করে তবে মুহাজিরদের মতো সকল অধিকার ভোগ করবে ও তাদের মতো দায়িত্ব পালন করবে। যদি তারা হিজরত করতে রাজি না হয় তবে তাদেরকে বলো যে, তারা বেদুঈন মুসলিমদের মর্যাদা পাবে। কিন্তু তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কিংবা ফাইয়ের কোন অংশ পাবে না, যদি না তারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে সম্পৃক্ত হয়।"** [মুসলিম কর্তৃক সংকলিত]। এই বর্ণনাটি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে, যদি কেউ দার আল-ইসলামে হিজরত না করে তবে সে নাগরিকত্বের কোন অধিকার ভোগ করতে পারবে না, যদিওবা সে মুসলিম হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে ইসলামের অধীনে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাতে করে তারা সেই একই অধিকার ভোগ করতে পারে যা মুসলিমরা ভোগ করে থাকে এবং মুসলিমদের মতো একই দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি (সাঃ) বলেছেন: **"অতঃপর তাদেরকে তাদের আবাসস্থল হতে মুহাজিরদের আবাসস্থলে চলে আসার আহ্বান জানাও এবং তাদেরকে বল যে, যদি তারা এটা করে তবে মুহাজিরদের মতো সকল অধিকার ভোগ করবে এবং তাদের মতো একই দায়িত্ব পালন করবে।"** এই বর্ণনার বিষয়বস্তু এই শর্ত দেয় যে, আমাদের মতো একই অধিকার পাওয়ার জন্য এবং আমাদের মতো একই দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে হিজরত করতে হবে। এই বর্ণনা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, যদি তারা হিজরত না করত তবে তারা মুহাজিরদের মতো অধিকার ভোগ করতে পারত না; ভিন্নভাবে বলা যায় যে ইসলামের আবাসস্থল [দার আল-ইসলাম] কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারত না। সুতরাং, এই বর্ণনাটি মুহাজিরদের আবাসস্থলে যারা গমন করবে এবং যারা গমন করবে না তাদের মধ্যে আইনগত অধিকারের পার্থক্যসমূহকে ব্যাখ্যা করে, এবং এটাও নিশ্চিত করে যে, মুহাজিরদের আবাসস্থলই ছিল ইসলামের আবাসস্থল এবং অন্যান্য স্থানগুলো ছিল অবিশ্বাসের আবাসস্থল [দার আল-কুফর]। কোন ব্যক্তির বসবাসের স্থানের উপর নির্ভর করে যে – সে দার আল-ইসলামের নাগরিক, নাকি দার আল-কুফরের নাগরিক। অতএব, কোন ব্যক্তি তার আবাসস্থল হিসেবে যে স্থানকে পছন্দ করবে সেটাই তার নাগরিকত্ব নির্ধারণ করবে; স্থানটি কি দার আল-ইসলাম নাকি দার আল-কুফর? যদি সেটা দার আল-ইসলাম হয় তবে সে স্থানে দার আল-ইসলামের আইন বলবৎ হবে, এবং এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করবে, যদি সেটা দার আল-কুফর হয়ে থাকে তবে সে স্থানে দার আল-কুফরের আইন বলবৎ হবে এবং সেখানে বসবাসকারী ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বহনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে না।

দার আল-ইসলামে বসবাসকারী জিম্মিদের উপর রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করা হয়, যাতে করে তাদেরকে অধিবাসীদের অধিকার দেয়া যায় এবং তারা নাগরিকত্ব বহন করতে পারে। জিম্মি হলো সেইসব ব্যক্তি যারা ইসলাম ব্যতিত অন্য দ্বীনকে আঁকড়ে থাকে এবং ইসলাম ভিন্ন অন্য বিশ্বাসকে ধারণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। জিম্মি শব্দটি জিম্মাহ্

শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে শপথ বা ওয়াদা। অর্থাৎ, জিম্মি হচ্ছে সেইসব ব্যক্তি যাদেরকে আমরা শান্তি চুক্তি মোতাবেক আচরণ করার এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের বিষয়াদি দেখাশোনা করার ও মেলামেশা করার ওয়াদা প্রদান করেছি।

ইসলাম জিম্মাহ্ চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক বিধান প্রদান করেছে, যেগুলোতে তাদেরকে নাগরিকত্বের অধিকার প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এবং তাদের উপর এর দায়িত্বসমূহ অর্পণ করা হয়েছে। ইসলাম এরকম একটি রূপরেখা প্রদান করে যে, জিম্মিরা আমাদের মতো একই অধিকার ভোগ করবে এবং আমাদের মতো একই আইন মেনে চলবে। তারা ন্যায়-বিচার ও সমঅধিকার ভোগ করবে – এবিষয়টি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বাণী হতে সাধারণ আদেশ হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে: **"এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে।"** [সূরা নিসা : ৫৮] এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেছেন: **"এবং তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহ্'র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে; এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কখনও ন্যায়বিচার বর্জন করতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করবে, এটাই ত্বাকওয়ার নিকটবর্তী"** [সূরা মায়িদাহ্ : ৮], এবং আহলে কিতাব ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যায়বিচারের বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বাণী থেকেও এটা স্পষ্ট হয়: **"আর যদি বিচার ফয়সালা করেন তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিচার করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।"** [সূরা মায়িদাহ্ : ৪২]

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আমরা যেসব বিধান মেনে চলি সেগুলো জিম্মিদেরও মানতে হবে, এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্'র (সাঃ) বক্তব্য এবং কাজ হতে পাওয়া যায়। তিনি (সাঃ) মুসলিম ও অবিশ্বাসী সবার উপরে একই শাস্তি বাস্তবায়ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একজন ইহুদীকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন কারণ সে একজন নারীকে হত্যা করেছিল। **আনাস বিন মালিক হতে আল-বুখারীতে বর্ণিত আছে যে: "একজন নারী অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় মদীনায় বের হলে একজন ইহুদী তাকে পাথর ছুড়ে আক্রমণ করে। অতঃপর তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্'র (সাঃ) কাছে নেয়া হলে তিনি (সাঃ) তাকে বলেন: "অমুক কি তোমাকে জখম করেছে?" এর জবাবে মহিলাটি তার হাত উঁচু করে, এবং তিনি (সাঃ) ফিরে আসেন এবং আবার বলেন: "অমুক কি তোমাকে জখম করেছে?" এর জবাবে মহিলাটি তার হাত উঁচু করে, এবং তিনি (সাঃ) আবার ফিরে আসেন এবং বলেন: "অমুক কি তোমাকে জখম করেছে?" তখন মহিলাটির হাত নিচু হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইহুদীটিকে নিয়ে আসতে বলেন এবং শাস্তিস্বরূপ দু'টি পাথরের দ্বারা তার মাথাও চুর্ণ করার আদেশ দেন।** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে একজন ইহুদী পুরুষ ও একজন ইহুদী নারীকে আনা হয় যারা যিনা করেছিল এবং তিনি (সাঃ) তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার নির্দেশ দেন, **ইবনে উমর (রা.) হতে আল-বুখারীতে বর্ণিত আছে যে: একজন ইহুদী পুরুষ ও নারীকে রাসূলুল্লাহ্'র (সাঃ) সামনে আনা হয় যারা যিনা করেছিল, এবং তখন তিনি (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, "তোমরা তোমাদের কিতাবে কি আদেশ পাও?" তাদের ইহুদী আইনজ্ঞ রক্তবর্ণ চেহারায় সেখানে হাজির ছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম তাদেরকে তাওরাতের প্রতি আহ্বান করলেন, এবং তারা তাওরাত নিয়ে আসলো এবং তাদের মধ্যে একজন পাথর মেরে হত্যার আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে সেটার আগের ও পরের আয়াত পড়তে লাগল। তখন ইবনে সালাম তাকে তার হাত উঠাতে বলেন, এবং পাথর মেরে হত্যার আয়াতটি তার হাতের নিচে পাওয়া গেল। অতএব রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের দুজনকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিলেন।**

এটা আমাদের কর্তব্য যে, মুসলিমদের যেভাবে নিরাপত্তা দেয়া হয়, সেভাবে জিম্মিদেরও নিরাপত্তা দিতে হবে, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **"যে একজন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না; এর সুগন্ধ একশত বছরের হাঁটার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়"**, আত-তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছেন যে এটি হাসান সহীহ্। এবং আল-বুখারীতে এভাবে বর্ণিত আছে যে: **"চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যাকারী জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। এবং এর সুগন্ধ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"**

বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও জীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মুসলিমরা যে অধিকারসমূহ ভোগ করে থাকে, জিম্মাহ্ চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিরাও সেই একই অধিকারসমূহ ভোগ করে। আবু মুসা আল-আশ্'আরি হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, গরীবদের খবর নাও এবং বন্দীদের মুক্তি দাও।"** [আবু মুসা হতে বুখারী কর্তৃক বর্ণিত]। আবু উবায়দাহ্ বলেছেন: **"অতএব, জিম্মিরা জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত, তাদের বন্দিরা মুক্ত এবং যদি তাদেরকে উদ্ধার করা হয় তবে তারা জিম্মায় ও ওয়াদাতে মুক্ত হয়ে ফেরত যাবে এবং এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে।"** এবং ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে: **"আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) নাজ্‌রানের অধিবাসীদের সাথে শান্তি স্থাপন করেছিলেন।"** এবং সুনানে আবু দাউদের বর্ণনাতে আছে যে, **"তাদের চার্চসমূহ ধ্বংস করা হবে না, এবং তাদের কোন পাদ্রীকে নির্বাসিত করা হবে না, এবং তাদেরকে তাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা হবে না, যদি না তারা নতুন কোন কিছু তৈরী করে এবং সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়।"**

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের মধ্যকার অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন, **আনাস হতে আল-বুখারীতে বর্ণিত আছে যে: "একজন ইহুদী বালক ছিল যে রাসূলুল্লাহ্কে (সাঃ) সহযোগিতা করত, সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি (সাঃ) তার মাথার পাশে বসলেন এবং তাকে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ কর", সে তার বাবার দিকে তাকালো এবং তার বাবা তাকে বলল যে আবুল কাশেমকে মান্য কর, এবং সে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূল (সাঃ) তাকে রেখে চলে আসলেন এবং বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্'র, যিনি তাকে আগুন হতে রক্ষা করলেন।"** এই হাদীসটি এটাই ইঙ্গিত করে যে, অসুস্থ জিম্মিদের দেখতে যাওয়া এবং তাদের সাথে মার্জিত ও বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ করা অনুমোদিত। **আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.) হতে আমরু বিন মায়মুন বর্ণনা করেন যে, তিনি তার মৃত্যুর সময়ে এই পরামর্শ দিয়ে যান: "আমার পরে যে খলিফা হবে তার প্রতি আমার এরূপ ও এরূপ নির্দেশনা রয়েছে, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর শপথ করে তাকে নির্দেশনা দিচ্ছি যে, তাদের প্রতি তাদের ওয়াদা তার পূরণ করা উচিত, তাদের পক্ষ হতে যুদ্ধ করা উচিত এবং তাদের উপর ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপানো থেকে বিরত থাকা উচিত।"**

জিম্মিদেরকে তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে বাধা প্রদান করা উচিত নয়, এবিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বক্তব্য আবু উবায়েদ উরওয়া হতে আল-আমওয়াল-এ বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইয়েমেনের লোকদের উদ্দেশ্য করে লেখেন: **"ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষদের উপর বল প্রয়োগ করে বিশ্বাস পরিত্যাগে বাধ্য করা যাবে না।"** মুসলিমদের নিকট থেকে যেরকমভাবে শুল্ক নেয়া হবে না সেরকমভাবে জিম্মিদের নিকট থেকেও শুল্ক নেয়া হবে না। আব্দুল রহমান বিন মা'কাল হতে আবু উবায়েদ আল-আমওয়াল-এ বর্ণনা করেন: "আমি যিয়াদ বিন

...১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

ধারাবাহিক : গত সংখ্যার পর থেকে...

খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ *(শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা)*

অধ্যায় ৫: জিহাদ

জিহাদ হল ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া এবং বিশ্বের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেবার জন্য ইসলাম নির্ধারিত মৌলিক পদ্ধতি। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়নের পর ইসলামের দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।

আল্লাহ্'র বাণীকে সুউচ্চে তুলে ধরার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তাকেই জিহাদ বলে। জিহাদ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সেনাবাহিনী এবং সেইসাথে প্রস্তুত করা প্রয়োজন এই বাহিনীর নেতৃত্ব, চীফ অফ স্টাফ, কর্মকর্তা ও সৈনিকদল। এছাড়া, এই সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহ এবং যুদ্ধ সরঞ্জামও প্রয়োজন, যার জন্য দরকার শিল্প কারখানা। সুতরাং, শিল্পকারখানা হচ্ছে সেনাবাহিনী ও জিহাদের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। এই বাস্তবতার কারণে রাষ্ট্রের সব শিল্পকারখানা অবশ্যই যুদ্ধ শিল্পের (war industry) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

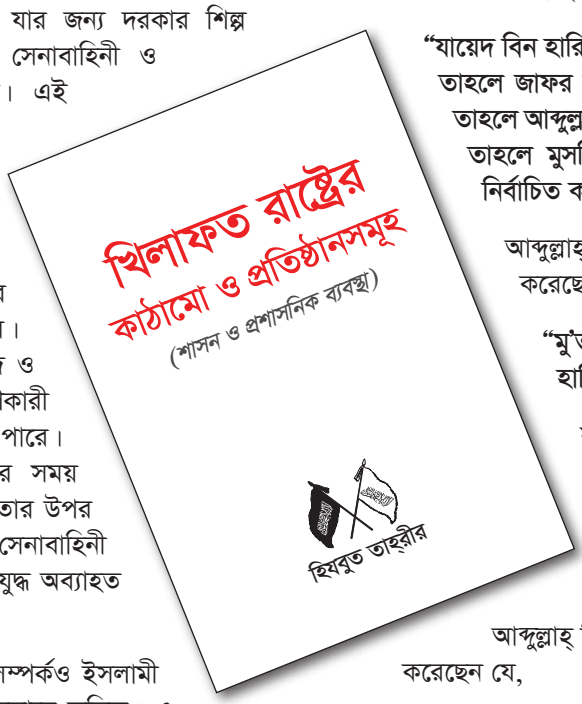

এছাড়াও আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা যোদ্ধাদের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে কাজ করে। কারণ, যদি আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিরাপদ ও স্থিতিশীল না হয়, তবে তা জিহাদে গমণকারী সৈন্যদের মন ও মগজ বিক্ষিপ্ত করতে পারে। বস্তুতঃ সেনাবাহিনী জিহাদে লিপ্ত থাকার সময় আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা তাদের কর্মদক্ষতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার পরিণতিতে সেনাবাহিনী ক্রমশঃ দূর্বল হয়ে যায় এবং এ পরিস্থিতি যুদ্ধ অব্যাহত রাখা দুঃসাধ্য করে তোলে।

বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্কও ইসলামী দাওয়াতী কার্য পরিচালনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে এই চারটি বিভাগ যথা: সেনাবাহিনী, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শিল্প এবং বৈদেশিক সম্পর্ক – খলিফা নিযুক্ত একজন আমীরের নেতৃত্বে একটি মাত্র বিভাগের আওতায় নিয়ে আসা যায়। কারণ, এ চারটি বিষয়ই জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত।

তবে, এ চারটি বিভাগকে পরস্পর পরস্পর থেকে আলাদা রাখাও অনুমোদিত। সেক্ষেত্রে, প্রত্যেক বিভাগের জন্য খলিফা একজন ব্যবস্থাপক এবং সেনাবাহিনীর একজন আমীর নিযুক্ত করবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারণত বিভিন্ন অভিযানে প্রেরণের সময় নিজেই সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করতেন – যার সাথে শিল্পের কোন সম্পর্ক ছিল না অর্থাৎ শিল্প বিভাগের জন্য তিনি (সাঃ) অন্য কাউকে নিযুক্ত করতেন। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যেমন: পুলিশ, টহল পুলিশ, হাইওয়ে ডাকাতি বা সাধারণ চৌর্যবৃত্তি প্রতিরোধ করা ইত্যাদি। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সময়ে বৈদেশিক সম্পর্ক যে আলাদা একটি বিভাগের অধীণে ছিল তা বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কাছে তাঁর (সাঃ) প্রেরিত চিঠি থেকেই বোঝা যায়।

একজন ব্যবস্থাপক নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগকে পরস্পর পরস্পর থেকে পৃথক করার বিষয়টি নিম্নোক্ত দলিলগুলো দ্বারা প্রমাণিত:

প্রথমত: সেনাবাহিনী

- রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুতার যুদ্ধে যায়েদ বিন হারিস (রা.) কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি (রা.) শহীদ হয়ে গেলে পর্যায়ক্রমে যারা নেতৃত্বে থাকবে তাদের নামও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন,

> **"যায়েদ বিন হারিস সৈন্যদের আমীর; যদি তিনি শহীদ হয়ে যান তাহলে জাফর বিন আবি তালিব; এবং তিনি যদি শহীদ হন তাহলে আব্দুল্লাহ্ ইবনে রুয়াহাহ্ এবং তিনিও যদি শহীদ হন তাহলে মুসলিমগণ তাদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে নেবে।"**

আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে আল বুখারী বর্ণনা করেছেন যে,

> **"মু'তার অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যায়েদ বিন হারিসকে আমীর নিযুক্ত করলেন..."**

সালামাহ্ ইবনে আল আকওয়া থেকে আল বুখারী আরও বর্ণনা করেছেন যে, **"আমি যায়েদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম এবং তাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল।"**

আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে,

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাতে ওসামা বিন যায়েদকে আমীর মনোনীত করেন। কেউ কেউ তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"তোমরা যদি তার নেতৃত্বে সন্দেহ প্রকাশ কর তাহলে তার পিতার নেতৃত্বেও সন্দেহ প্রকাশ করলে। আল্লাহ্'র কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য...।"** (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৪২৫০; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-২৪৩৬)

সাহাবীগণ (রা.) সাধারণত মু'তার সেনাবাহিনীকে 'আমীরদের সেনাবাহিনী' নামে অভিহিত করতেন। ইবনে বুরাইদা হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, ইবন বুরাইদা বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কাউকে কোন বাহিনীর অথবা অভিযানের আমীর নিযুক্ত করতেন তখন উপদেশ দিতেন...।"

- আবু বকর (রা.) খালিদ (রা.) কে মুরতাদদের বিরুদ্ধে ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমীর নিযুক্ত করেন। খলিফা বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে লোকদের উপর নেতৃত্ব দিলেন এবং ছাবিত ইবনে কায়েস ইবনে সাম্মাসকে নিযুক্ত করলেন বিশেষ করে আনসারদের উপর। যদিও

খালিদ তাদের সবাইকেই নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।" ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদের (রা.) নেতৃত্বের অধীণে আবু বকর (রা.) আল শামের সেনাবাহিনীকে একত্রিত করেছিলেন। ইবনে জারীর বলেছেন, 'তিনি ইরাকে অবস্থানরত খালিদকে আল শামের সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করার জন্য ডেকে পাঠান।' এছাড়া, উমর (রা.) আল-শামের সেনাবাহিনীকে আবু উবাইদা'র নেতৃত্বাধীনে একত্রিত করেছিলেন। ইবনে আসকীর বলেছেন, 'এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আশ-শামে আমীরদের আমীর নিযুক্ত করেন।'

দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

আল বুখারী আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

'আমীরদের সাথে কথা বলার সময় কায়েস ইবনে সা'দ পুলিশের মত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে থাকত।' (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭১৫৫) এখানে কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ্ আল আনসারী আল খারাজীকে বুঝানো হয়েছে।

আল তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে,

'আমীরদের সাথে কথা বলার সময় কায়েস ইবনে সা'দ পুলিশের মত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সামনে থাকত। আল আনসারী বলেন, এর অর্থ হল তাকে এ ব্যাপারে দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল।' ইবনে হাব্বান এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুশরিকদের সাথে বৈঠকের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিরাপত্তার ভার কায়েস ইবনে সা'দ-এর উপর ন্যস্ত থাকত।'

আল বুখারী থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী (সাঃ) আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) কে একস্থানে প্রেরণ করেন, যে সম্পর্কে তিনি (আলী) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে, আল জুবায়ের এবং আল মারছাদকে প্রেরণ করলেন, আমরা প্রত্যেককেই অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলাম।" তিনি (সাঃ) বললেন, **"রাওদাত হাজ্ব এ না পৌঁছানো পর্যন্ত তোমরা যাত্রা অব্যাহত রাখবে।"** আবু আওয়ানা বলেন জায়গাটির নাম ছিল রাওদাত হাজ্ব। আরেকটি বর্ণনায় জায়গাটির নাম বলা হয় খাক্ব। **"সেখানে একজন মহিলা আছে যার কাছে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে লেখা হাতিব ইবনে আবি বালতাহ-এর একটি চিঠি রয়েছে। এটা আমার কাছে নিয়ে আসবে।"** সুতরাং আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঘোড়া ছুটালাম যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশিত স্থানে পৌঁছালাম। মহিলাটি উটের পিঠে চড়ে যাত্রা করছিল। হাতিব মক্কাবাসীকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অভিযান সম্পর্কে অবহিত করে পত্র লিখেছিল। আমরা বললাম, 'তোমার নিকট রক্ষিত চিঠিটা কোথায়?' প্রত্যুত্তরে সে বলল, 'আমার কাছে কোন চিঠি নেই।' আমরা তার ঘোড়াকে বসিয়ে জিনের ভেতর খুঁজলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না। আমি বললাম, 'বন্ধুগণ, আমি তো তার কাছে কোন চিঠি পেলাম না। কিন্তু, আমরা জানি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মিথ্যে বলতে পারেন না।' অতঃপর আলী (রা.) প্রতিজ্ঞা করলেন এই বলে যে, 'যার নামে শপথ নেয়া হয় তার নামে বলছি! তোমাকে অবশ্যই চিঠিটা বের করে দিতে হবে। অন্যথায় আমি তোমার কাপড় খুলে ফেলব।' তারপর উক্ত মহিলা তার কোমড় বন্ধনীর নীচ থেকে চিঠিটি বের করে আনলো যা দিয়ে সে তার কাপড় বেঁধে রেখেছিল। অতঃপর তারা চিঠিটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে নিয়ে গেলেন...।"

তৃতীয়তঃ শিল্প

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র (catapult) ও অস্ত্র সজ্জিত বাহন (armored car) তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল বায়হাকী তার সনুান গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আবু উবাইদা (রা.) বলেছেন, **'তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তায়েফের চারদিকে অবরোধ আরোপ করলেন এবং পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র তৈরী করে সতের দিন যাবত তা তাক করে রাখলেন।'** আবু দাউদ আল-মারাসিল গ্রন্থে মাখুল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, **'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তায়েফের লোকদের বিরুদ্ধে পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র তৈরী করেন।'** আল সানানী সুবুল আল-সালাম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদীসের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। এছাড়া, সীরাত হালাবিয়্যা গ্রন্থের লেখক বলেছেন, 'সালমান ফারসী (রা.) তাঁকে (সাঃ) এ ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি (রা.) বলেন, 'পারস্যে আমরা দূর্গের উপরে পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র মোতায়েন করি এবং তা দিয়ে শত্রুদের আঘাত করি।' সালমান (রা.) নিজের হাতে এ যন্ত্র তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়।' সা'দ ইবনে আল মু'য়াজ থেকে আল কাইম এবং ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে,

"তায়েফের দূর্গের কাছাকাছি অবরোধ আরোপের দিন থেকে, আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তি ট্যাঙ্কের মতো এক বাহনে চড়ে দূর্গের দেয়ালের কাছাকাছি আক্রমণ করার চেষ্টা করছিল যেন খুব সহজেই দূর্গের প্রতিরক্ষা দেয়াল ধ্বসিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু, অগ্রসর হওয়া মাত্রই ছাকিফ গোত্রের লোকেরা তাঁদের দিকে জ্বলন্ত ধাতুর টুকরা ছুঁড়ে মারতে থাকে যাতে ট্যাঙ্কগুলো থেকে তারা মুক্তি পায়। এরপর মুসলিমরা আত্মরক্ষার্থে পালাতে থাকে এবং এ সুযোগে তারা মুসলিমদের দিকে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করে বেশকিছু মুসলিম যোদ্ধাকে হত্যা করে ফেলে।"

...এসব বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হল, সমরশিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব হল খলিফার এবং এ কাজ পরিচালনার জন্য তিনি যাকে উপযুক্ত মনে করেন তার কাছ থেকে এ বিষয়ে সহায়তা নিতে পারেন। এজন্য শিল্পকারখানার একজন আমীরের চাইতে বরং ব্যবস্থাপকের দরকার...

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সালমান (রা.) পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র তৈরির পরামর্শ দেন এবং তিনি নিজ হাতে এটি প্রস্তুত করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে, এ সমস্ত ঘটনা অবশ্যই রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ীই ঘটেছিল। সীরাত গ্রন্থে আল-হালাবিয়্যার বক্তব্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, **'তিনি (সাঃ) তাঁকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।'** অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ) কে এ ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।

এসব বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হল, সমরশিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব হল খলিফার এবং এ কাজ পরিচালনার জন্য তিনি যাকে উপযুক্ত মনে করেন তার কাছ থেকে এ বিষয়ে সহায়তা নিতে পারেন। এজন্য শিল্পকারখানার একজন আমীরের চাইতে বরং ব্যবস্থাপকের দরকার। সালমান (রা.) সমরশিল্পের আমীর ছিলেন না বরং পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র তৈরীর ব্যবস্থাপক ছিলেন; এবং এক্ষেত্রে, তাঁকে হয়ত নিজের হাতে কাজ করতে হয়েছিল।

এছাড়া, সমরশিল্প প্রতিষ্ঠা করা বাধ্যতামূলক, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন ভীতির

সঞ্চার হয় আল্লাহ্'র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; (কিন্তু) আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন।' [সূরা আনফাল : ৬০]

বস্তুতঃ প্রস্তুতি ছাড়া এই ভয় সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এবং প্রস্তুতির জন্য দরকার কলকারখানা। আসলে, উপরোক্ত আয়াতে পরোক্ষভাবে সমরশিল্পের প্রয়োজনের অপরিহার্যতাকেই নির্দেশ করা হয়েছে (দালালাত আল-ইলতিযাম)। আর, পরোক্ষ এ নির্দেশের মাধ্যমে মূলতঃ সমরশিল্প প্রতিষ্ঠা করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কারণ, শারী'আহ্ মূলনীতি অনুযায়ী "ফরয সম্পাদনের জন্য যা প্রয়োজন সেটিও ফরয"। জিহাদকে যে সব দলিলের মাধ্যমে ফরয করা হয়েছে, তার পাশাপাশি এই দালালাত আল-ইলতিযাম (প্রয়োজনের অপরিহার্যতা) হল সমরশিল্প বা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করার বাধ্যবাধকতার আরও একটি দলিল।

তবে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত কলকারখানাগুলো শুধুমাত্র সমরশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কলকারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। রাষ্ট্রকে অন্যান্য শিল্পকারখানাও প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা আমাদের প্রণীত "খিলাফত রাষ্ট্রের কোষাগার সমূহ" (The Funds of Khilafah State) গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে :

শিল্প কারখানাসূহ: জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ দেখাশোনা করার যে বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রের রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রকে অবশ্যই দু'ধরনের কলকারখানা স্থাপন করতে হবে:

প্রথম ধরন: যে সব কারখানা গণমালিকানাধীন সম্পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন: খনিজ সম্পদ আহরণ, বিশোধন, বিগলন এবং তেল সম্পদ উত্তোলন ও পরিশোধন ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত শিল্পকারখানা। এসব কারখানা যেসব দ্রব্যাদি উৎপাদন করে সেগুলো গণমালিকানাধীন, তাই এ কারখানাগুলোও হবে গণমালিকানাধীন। ইসলামে যেহেতু গণমালিকানাধীন সম্পত্তি সকল মুসলিমের সম্পদ, সেহেতু এ সমস্ত কারখানার মালিকও সকল মুসলিম এবং রাষ্ট্র মুসলিমদের পক্ষ হতে এগুলো প্রতিষ্ঠা করবে।

দ্বিতীয় ধরন: শিল্পকারখানা, যেগুলো ভারী শিল্প ও সমরাস্ত্র শিল্পের সাথে জড়িত। এ ধরনের কারখানা ব্যক্তিখাতেও থাকতে পারে যেহেতু এগুলো ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্গত। তবে এ ধরনের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর বিনিয়োগের দরকার যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অসম্ভব।

এছাড়া, আজকের দিনে অস্ত্র উৎপাদনকারী ভারী শিল্পকারখানাগুলো এখন আর ব্যক্তিমালিকানার অধীন নয়, যেমনটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনদের সময়। বরং, এগুলোর মালিক এখন হল রাষ্ট্র; মূলতঃ দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা থেকেই রাষ্ট্র এক্ষেত্রে অর্থায়ন করে থাকে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে যখন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জামসমূহ অনেক ব্যয়বহুলও হয়ে গেছে...সুতরাং অস্ত্র উৎপাদনের জন্য ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে এক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, এইসব শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের অর্থাৎ খলিফার। খলিফা এ সকল কাজ সম্পাদনের জন্য একজন মহাব্যবস্থাপক নিয়োগ করবেন, যিনি খলিফা, তার ডেপুটি কিংবা খলিফা যাকে পছন্দ করেন তার সাথে সরাসরি যুক্ত থাকবেন।

চতুর্থত: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খলিফার নির্বাহী সহকারী খিলাফত রাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনগণ (রা.) তাদের সচিবদের (নির্বাহী সহকারী) মাধ্যমে সরাসরি এসব সম্পর্ক রক্ষা করতেন। এছাড়া, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় রাসূল (সাঃ) নিজেই মুশরিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছেন। তাছাড়া উমর (রা.) থেকে জানা যায় কিসরা থেকে যখন একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে এসেছিল, সে সময় তারা তাঁকে (রা.) মদীনাতুল মনোয়ারার একটি ফটকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছিল।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খলিফা তার নির্বাহী সহকারীর মাধ্যমে সরাসরি বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়গুলো দেখতে পারেন অথবা একজন ব্যবস্থাপক নিয়োগ করে তা পরিচালিত করতে পারেন।

সুতরাং, এ চারটি বিভাগকে একটি বিভাগের অধীনে অন্তর্ভূক্ত করে আমীরুল জিহাদের বিভাগ নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ করা যেতে পারে, কারণ এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ।

আবার, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মত এগুলোকে স্বতন্ত্রও রাখা যেতে পারে। এ চারটি বিভাগের কাজের পরিধি ব্যাপক। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ বিভাগগুলোর মধ্যে অনেক বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ, আভ্যন্তরীণ সমস্যা, বিভিন্ন রাষ্ট্র, তাদের এজেন্ট ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ কর্তৃক গৃহীত গোপন পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচন এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার নিরসন ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে শিল্পকারখানার বিভিন্ন বিভাগ ও উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি। তবে, আমীরুল জিহাদের আবশ্যিক ক্ষমতা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, যেখানে তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে যান। কারণ, এক্ষেত্রে যদি তার তাকওয়ার অবনতি ঘটে তবে তা রাষ্ট্রের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এজন্য এ চারটি বিভাগকে আমরা একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেগুলো কিনা রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র অবস্থায় সরাসরি খলিফার সাথে যুক্ত থাকবে।

এ বিভাগগুলো হল:

১. আমীরুল জিহাদ (যুদ্ধবিভাগ)
২. আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ
৩. শিল্প বিভাগ
৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

(চলবে...)

...০৩ পৃষ্ঠার পর থেকে

হে মুসলিমগণ! ভারতের সাথে সামরিক...

কাশিম এবং বখতিয়ার খিলজির উত্তরসূরী যারা এই উপমহাদেশের মজলুম জনগণকে মুক্ত করেছিলে এবং ৫০০ বছর শাসন করেছিলেন। সুতরাং, আপনাদের অবস্থান রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত সরকারী সচিব কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিংবা এরকম কিছুর মত নয়। বরং, আপনাদের হাতে রয়েছে সামরিক ক্ষমতা, যার দ্বারা আপনারা বর্তমান বাস্তবতাকে পরিবর্তন এবং সরকারকে অপসারণ করতে সক্ষম... আসুন; আপনাদের দ্বীন, আল-ইসলামের স্বার্থে আপনাদের ক্ষমতাধর অবস্থানকে কাজে লাগান। বিশ্বাসঘাতক হাসিনাকে অপসারণ করে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদানের কাজে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসুন, যা আপনাদেরকে ভারত জয়ের দিকে নিয়ে যাবে... মনে রাখবেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"জেনে রাখ যে, তরবারির ছায়ার নীচেই জান্নাত।"**

১৯ রজব, ১৪৩৮ হিজরী
১৬ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

■

...২৪ পৃষ্ঠার পর থেকে

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা...

কাজের ধরন সঠিকভাবে বর্ণনা করার মধ্যে কাজটি সম্পর্কে শ্রমিকের কাছে বর্ণনা প্রদান করাও অন্তর্ভূক্ত, যাতে শ্রমিক তার শ্রমের ধরন সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারে, যেমন: একজন প্রকৌশলীর কাজ। যে কাজটি সম্পাদন করতে হবে সেটার বিষয়ে এই বর্ণনায় উল্লেখ থাকতে হবে। যে প্রকৃতির শ্রম দিতে হবে সে ব্যাপারে এটি ধারনা দেয়, যেমন: একটি কূপ খনন করা। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে কাজকে সংজ্ঞায়িত করা এবং নামকরণের মাধ্যমে কাজকে সংজ্ঞায়িত করা একই অর্থ বহন করে। একারণে, কাজের বর্ণনা প্রদান করে, অথবা বিশেষভাবে নামকরণের মাধ্যমে কাজকে সংজ্ঞায়িত করা গ্রহণযোগ্য। অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান ও বাস্তবের মতোই কোন একজনের দায়িত্বের আওতাভূক্ত হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট। সুতরাং, বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট নামের একজন প্রকৌশলীকে ভাড়া করা যেমন অনুমোদিত, তেমনি কাজের বর্ণনার মাধ্যমেও একজন প্রকৌশলীকে ভাড়া করা অনুমোদিত। একইভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট জামা সেলাই করার জন্য একজন দর্জিকে ভাড়া করা যেমন অনুমোদিত, তেমনি নির্দিষ্ট বর্ণনার জামা সেলাই করার জন্য একজনকে ভাড়া করাও অনুমোদিত।

যদি কোন ব্যক্তি একটি কাজ করতে রাজী হয়, তবে সে অন্য আরেকজনকে তার চেয়ে কম পারিশ্রমিকে কাজটি সম্পাদন করতে দিতে পারে এবং এভাবে মুনাফা করতে পারে। এর কারণ হল, যে কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্য আরেকজনকে ভাড়া করা তার জন্য অনুমোদিত। দর্জি বা ছুতারের মতো ব্যবসায়ী যেমনিভাবে তার কাজ করে দেয়ার জন্য শ্রমিক ভাড়া করতে পারে, এবং তেমনিভাবে ঠিকাদাররা কোন কাজ করে দেয়ার ব্যাপারে নিজেদের চুক্তিবদ্ধ করার পরে সে কাজ সম্পাদনের জন্য অন্য শ্রমিকদেরকে ভাড়া করতে পারে যা তাদের জন্য অনুমোদিত, এক্ষেত্রে তারা তাদের কর্মচারীদেরকে কত টাকা পারিশ্রমিক দেয় তা বিবেচ্য বিষয় নয়; এটি একটি নির্দিষ্ট কাজ বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাউকে ভাড়া করা হিসেবেই বিবেচিত হবে। এধরনের সব শ্রমিক ব্যক্তি পর্যায়ের শ্রমিকের ধরনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, যা শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত।

নিয়োগকৃত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক থেকে কোন অংশ গ্রহণ করার শর্তে, অথবা তাদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিজেকে নিয়োগ করে তাদের পারিশ্রমিকের একটি অংশ গ্রহণ করা কোন ব্যক্তির জন্য অনুমোদিত নয়। কারণ এতে করে সে শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের একটি অংশ অন্যায়ভাবে দখল করে। আবু সাঈদ আল-খুদরী হতে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"বন্টনের ক্ষেত্রে সাবধান হও"**, "আমরা বলেছিলাম: "হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), বন্টন কি?" তিনি (সাঃ) বলেন: **"লোকেরা কোন কিছুতে একমত হয়, কিন্তু সেটি হতে একটি অংশ কমিয়ে দেয়।"** আতা হতে আরেকটি বর্ণনা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"একদল লোকের উপর কারও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এজন্য সে তাদের প্রাপ্য হতে নিয়ে নেয়।"** সুতরাং, যদি একজন ঠিকাদার প্রতিদিন এক দিনার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক ব্যক্তিকে একশজন শ্রমিক এনে দিতে বলে এবং কাজ শেষে প্রত্যেককে এক দিনারের চেয়ে কম করে প্রদান করে, তবে তা অনুমোদিত নয়। যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যাপারে সে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, সেটার সমপরিমাণই প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি নির্দিষ্ট এই পরিমাণ থেকে কোন কিছু নেয়া হয় তবে শ্রমিকদের অধিকার হতে সে কোন কিছু নিল। যদি সে পারিশ্রমিক উল্লেখ না করে একশ শ্রমিক এনে দেয়ার চুক্তি করে থাকে তবে শ্রমিকদেরকে চুক্তিকৃত পরিমাণের চেয়ে কম দিতে পারে, কারণ এক্ষেত্রে সে ওয়াদাকৃত পরিমাণ থেকে হ্রাস করে না।

কাজের ধরনকে সংজ্ঞায়িত করার এটাও একটি শর্ত যে, এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা জন্মায় এবং নিয়োগের বিষয়টি একটি জ্ঞাত পরিমন্ডলে সমাপ্ত হয়। এর কারণ হল, অজ্ঞাত কাজের জন্য ভাড়া করা অবৈধ। সুতরাং যদি কেউ একজন শ্রমিককে এই বলে ভাড়া করে যে, দশ দিরহামের বিনিময়ে কিছু পণ্যের বাক্সকে মিশরে পৌঁছে দেবে, তবে তা অবৈধ হবে। এটিও বৈধ হবে যদি সে বলে যে, প্রতি টন বহনের জন্য এক দিনার করে দেয়ার শর্তে তাকে ভাড়া করা হয়েছে, কিংবা এক টন বহনের জন্য এক দিনার করে দেয়ার শর্তে তাকে ভাড়া করা হয়েছে এবং এর চেয়ে বেশি হলে তা হিসাব করা হবে। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এমন শব্দসমূহ ব্যবহার করে যা নির্দেশ করে যে তাকে সবগুলো বাক্স বহন করতে হবে। কিন্তু যদি সে সেগুলোকে এই শর্তে বহন করতে বলে যে, এক টনের জন্য এক দিনার দেয়া হবে এবং যা অতিরিক্ত হবে তা তদনুসারে হিসাব করা হবে, অর্থাৎ অবশিষ্টটির যতটুকু বহন করা হবে তা হিসাব করা হবে, তাহলে তা বৈধ হবে না, কারণ এক্ষেত্রে চুক্তির কিছু বিষয় অনির্ধারিত। তবে যদি সে তাকে প্রত্যেক টন এক দিনারের বিনিময়ে বহনের জন্য বলে থাকে তবে তা বৈধ হবে, এটা অনেকটা এরকম যে তার জন্য প্রতি ঘনমিটার পানি উত্তোলনের বিনিময়ে এক পয়সা করে দেয়ার শর্তে সে তাকে ভাড়া করেছে, যা অনুমেদিত। সুতরাং, এটি শর্ত যে নিয়োগ/ভাড়া করার বিষয়টি অবশ্যই একটি জ্ঞাত বিষয়ের উপর হতে হবে। এতে যদি অজ্ঞাত কিছু থেকে থাকে তবে নিয়োগটি অবৈধ হয়ে যাবে।

কাজের ব্যাপ্তিকাল

কিছু নিয়োগ/ভাড়ার ক্ষেত্রে, যে কাজের জন্য নিয়োগ/ভাড়া করা হচ্ছে তার ব্যাপ্তিকাল উল্লেখ না করে ধরন উল্লেখ করা জরুরী, যেমন: সেলাই করা, নির্দিষ্ট গন্তব্যে গাড়ী চালনা করা। কিছু নিয়োগের/ভাড়ার ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ উল্লেখ না করে কাজের ব্যাপ্তিকাল উল্লেখ করা জরুরী। এর একটি উদাহরণ হল: একটি গর্ত বা খাল খনন করার জন্য কাউকে এক মাসের জন্য ভাড়া করা, এক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ উল্লেখ করা জরুরী নয়, শুধু উল্লেখ করতে হবে যে খনন কাজটি একমাসব্যপী চলবে, হোক সেটা কম বা বেশী। এবং কিছু নিয়োগের/ভাড়ার ক্ষেত্রে কাজের ধরন ও ব্যাপ্তিকাল উভয়ই উল্লেখ করতে হবে, যেমন: একটি বাড়ি নির্মাণ করা, একটি তেল পরিশোধনাগার তৈরি করা এবং এধরনের অন্যান্য কাজ। সুতরাং যে ধরনের নিয়োগের/ভাড়ার ক্ষেত্রে কাজের ব্যাপ্তিকাল উল্লেখ করা প্রয়োজন সেগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিকাল উল্লেখ করতে হবে, কারণ নিয়োগের/ভাড়ার প্রকৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে কাজের ব্যাপ্তিকাল উল্লেখ না করলে কাজটি অজ্ঞাত থেকে যায় এবং সেক্ষেত্রে নিয়োগ/ভাড়া করা অবৈধ হয়ে যায়। যদি নিয়োগের/ভাড়ার চুক্তিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত হয়, যেমন: একমাস বা একবছরের জন্য, তাহলে এ সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার আগে কোন পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে না। যদি কোন শ্রমিককে পুনরায় ভাড়া করা হয়, যেমন: মাসিক বিশ দিরহামের বিনিময়ে, তবে তাকে প্রতিমাসে চুক্তিকৃত কাজে যোগদান করতে হবে এবং ভাড়ার চুক্তিতে কার্যকাল উল্লেখ করতে হবে। এটা জরুরী নয় যে, চুক্তির পরপরই ভাড়ার কার্যকাল (যেমন: একমাস) অবিলম্বে শুরু করতে হবে। সুতরাং, রজব মাসে কাজ করার জন্য একজন শ্রমিককে মহররম মাসে ভাড়া করা যাবে। যদি চুক্তিপত্রে কার্যকাল উল্লেখ করা হয়, কিংবা অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য কার্যকাল উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে কার্যকালকে সময়ের একককে, অর্থাৎ মিনিট, ঘন্টা, সপ্তাহ বা মাসে উল্লেখ করতে হবে।

কাজের পারিশ্রমিক

চুক্তির শর্ত হিসেবে এই বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে যে, পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদেয় সম্পত্তির যথোপযুক্ত সাক্ষী বা বর্ণনা এমনভাবে উপস্থাপিত হতে হবে যাতে এ বিষয়ক যেকোন অনিশ্চয়তা দূরীভূত হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বিষয়ে বলেছেন: **"যে কেউ কোন ব্যক্তিকে ভাড়া করলে সে যাতে ঐ ব্যক্তিকে তার পারিশ্রমিকের ব্যাপারে অবহিত করে।"** নিয়োগের/ভাড়ার প্রতিদান হতে পারে আর্থিক, অনার্থিক, সম্পত্তি, কিংবা কোন উপযোগ। পণ্য অথবা উপযোগ যেটাই হোক, মূল্য আছে এরকম যে কোন কিছুই মজুরি হিসেবে দেয়া যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে যে তা জানা থাকতে হবে; কিন্তু অজ্ঞাত হলে সেটি অবৈধ। যদি কোন ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক হিসেবে কর্তনকৃত ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে ফসল কাটার জন্য ভাড়া করা হয় তবে তা অবৈধ, কেননা এক্ষেত্রে পারিশ্রমিক অজ্ঞাত। কিন্তু যদি তাকে এক বা দুই সা'র (a cubic measure) বিনিময়ে ভাড়া করা হয় তবে তা বৈধ। শ্রমিককে খাবার বা বস্ত্র প্রদানের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া অনুমেদিত কিংবা তার খাবার ও বস্ত্রের সাথে সাথে মজুরিও দেয়া যাবে, কারণ এটি দুগ্ধদানকারী মহিলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আর সন্তানের অধিকারী, অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী।" [সূরা বাকারাহ্ : ২৩৩]

সুতরাং, দুগ্ধ প্রদানের পারিশ্রমিক হিসেবে তারা খোর-পোষ এবং পোষাকের অধিকারী হয়েছিল। যদি সেবাদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে এটা অনুমোদিত হয় তবে এটি অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কেননা এধরনের বর্ণনাসমূহ ভাড়া করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সংক্ষেপে, এমনভাবে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে এ সম্পর্কিত যে কোন ধরনের অজ্ঞতা দূরীভূত হয় এবং কোন ধরনের বিরোধ ব্যতিরেকে তা যথাযথভাবে মিটিয়ে দেয়া যায়, কারণ লোকদের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মূলতঃ সকল ধরনের চুক্তি করা হয়। কাজ শুরুর আগেই পারিশ্রমিকের বিষয়ে একমত হতে হবে এবং এটি মাকরুহ্ বা অপছন্দনীয় যে, কাজ শুরু করার পর একজন শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ করা হয়। যদি কোন কাজের বিষয়ে নিয়োগের/ভাড়ার চুক্তি হয় তাহলে শ্রমিক চুক্তির জোরেই পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়, তবে কাজ শেষ করার পূর্বেই তার কাছে এটি হস্তান্তর করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে কাজ শেষ হওয়া মাত্রই পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে, কেননা এ সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ্ হতে বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি হাদীসে কুদসীতে বলেন: **"বিচার দিবসে আমি তিন ধরনের ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব: একজন হল সেই ব্যক্তি যে আমার নামে কাউকে কোন কথা দিল এবং পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করল, যে ব্যক্তি একজন মুক্ত মানুষকে বিক্রয় করল এবং এর মূল্য আত্মসাৎ করল, এবং সেই ব্যক্তি যে কাজের জন্য কাউকে ভাড়া করল এবং পুরো শ্রম আদায় করার পরও তাকে তার পারিশ্রমিক দিল না।"** তবে যদি পারিশ্রমিক বিলম্বিত করার কোন শর্ত চুক্তিতে উল্লেখ থাকে তাহলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা উচিত। যদি এরূপ কোন শর্ত থাকে যে পারিশ্রমিক দৈনিক, মাসিক বা তারচেয়ে কম বা বেশি কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে, তাহলে নির্ধারিত সময় সেটাই যেটা দু'পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত হবে। এটা জরুরী নয় যে নিয়োগকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ উপযোগ আগে গ্রহণ করবে, বরং এটা যথেষ্ট যে শ্রমিক শ্রম প্রদানের জন্য নিজেকে তৈরী রাখে, যার মাধ্যমে নিয়োগকারীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হয়ে যায়। সুতরাং, যদি একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে তার বাড়ীতে কাজ করার জন্য ভাড়া করে থাকে, এবং এরপর শ্রমিক কাজ করার জন্য তার বাড়ীতে উপস্থিত হয় তাহলে যে সময়ের জন্য তাকে ভাড়া করা হয়েছিল সে সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই শ্রমিক তার পারিশ্রমিকের দাবীদার হয়ে যাবে। যদিও পুরো চুক্তিটি হয়েছিল কোন একটি সেবা প্রদানের জন্য যা হয়ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকারী পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি, তদুপরি শ্রমিক তার পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। কারণ অক্ষমতাটি ছিল নিয়োগকারী ব্যক্তির, শ্রমিকের নয়। তবে সাধারণ কর্মচারীর ক্ষেত্রে, যদি তাকে সুনির্দিষ্ট কোন কাজ করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়, তবে তার দায়িত্বের মধ্যে থাকলে সে তা করতে পারবে, যেমন: একজন চিত্রকর, যে তার দোকানে নিজেই কাজ করে এবং একজন পোষাক প্রস্তুতকারী, যে তার নিজের দোকানে কাজ করে। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সেটা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার দায়িত্ব শেষ হবে না, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কাজটি পুরোপুরি শেষ করে গ্রাহককে তা হস্তান্তর করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পারিশ্রমিক পাবার যোগ্য হবে না। এর কারণ হল, চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত জিনিসটি তার জিম্মায় রয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে গ্রাহকের কাছে তা হস্তান্তর করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। একইভাবে, চুক্তি এরূপ হতে পারে যে নিয়োগকারীর কর্তৃত্বাধীন স্থানে চুক্তিকৃত কাজটি করতে হবে, যেমন: যদি নিয়োগকারী পোষাক প্রস্তুতকারী বা চিত্রকরকে যথাক্রমে সেলাই করা বা রং করার জন্য তার বাড়ীতে নিয়ে আসে তবে এক্ষেত্রে নিয়োগকৃত ব্যক্তি যখন কাজটি শেষ করবে তখন সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে এবং পারিশ্রমিক পাবার যোগ্য হবে, কারণ সে নিয়োগকারী ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন রয়েছে এবং একারণে কাজটি অবিলম্বে শেষ করতে হয়।

কাজের পেছনে ব্যয়কৃত শ্রম

একজন শ্রমিককে ভাড়া করার জন্য যে চুক্তি করা হয় তা শ্রমিকের ব্যয়কৃত শ্রম থেকে প্রাপ্ত উপযোগের উপর প্রয়োগ হয়; এবং প্রাপ্ত উপযোগ অনুসারে পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। প্রদত্ত শ্রম মজুরি বা উপযোগের মানদন্ড হতে পারে না, অন্যথায় একজন পাথরশ্রমিকের পারিশ্রমিক একজন প্রকৌশলীর চেয়ে অনেক বেশী হতে পারে, কেননা একজন পাথরশ্রমিক কর্তৃক প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণ অনেক বেশি এবং এটি বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং, পারিশ্রমিক হল প্রাপ্ত উপযোগের তুল্যবিনিময়, প্রদত্ত শ্রমের নয়। এর পাশাপাশি, কর্মচারীদের দক্ষতা অনুসারে পারিশ্রমিক ভিন্ন ও পরিবর্তিত হয় এবং এটি একই কর্মচারীর জন্য প্রাপ্ত উপযোগের মানের পার্থক্যের ভিত্তিতে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু কখনওই প্রদত্ত শ্রমের মাত্রার ভিন্নতার দরুন নয়। উভয়ক্ষেত্রেই চুক্তি করা হয়েছিল নিয়োগকারী ব্যক্তির প্রাপ্ত উপযোগের ভিত্তিতে, নিয়োগকৃত ব্যক্তির প্রদত্ত শ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে নয়। সুতরাং যেটা বিবেচিত হয় সেটা হচ্ছে শ্রমের ফলাফল বা প্রদত্ত শ্রম হতে প্রাপ্ত উপযোগ, এটা হতে পারে ভিন্ন কর্মচারীর মাধ্যমে সম্পাদিত ভিন্ন কাজ, অথবা ভিন্ন কর্মচারীর মাধ্যমে একই ধরনের কাজ, এবং প্রদত্ত শ্রমের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। এটা সত্য যে, কাজের ফলাফল হচ্ছে শ্রমের ফসল, হোক তা ভিন্ন ভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্তৃক একই কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে; কিন্তু কাজটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ফলাফল, কেবলমাত্র শ্রম নয়, যদিওবা পারিশ্রমিক নিরূপনের ক্ষেত্রে এটার দিকে নজর দেয়া হয়। সুতরাং একজন লোককে যদি নির্মাণ কাজের জন্য ভাড়া করা হয় তাহলে তার পারিশ্রমিক নির্ধারিত হওয়া উচিত সময় বা কাজের ভিত্তিতে। যদি এটি কাজ দ্বারা নিরূপিত হয় তবে অবশ্যই দালানটির অবস্থানে সেটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব ও দালান তৈরির সামগ্রী, ইত্যাদির মধ্যে তার শ্রমের ফলাফল পরিলক্ষিত হবে। যদি কাজটি সময় দ্বারা মূল্যায়িত হয় তবে অধিক পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হলে কাজের উপযোগও অধিক হবে এবং কম পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে কাজের উপযোগও কম হবে। অতএব, সময় উল্লেখ সহকারে কাজের বর্ণনাই হচ্ছে প্রাপ্ত উপযোগের মানদন্ড। যদি কাজটি সময় দ্বারা নিরূপিত হয় তবে নিয়োগকৃত ব্যক্তির স্বাভাবিক সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করা উচিত নয়, এবং তাকে কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করা উচিত নয়।

নিষিদ্ধ উপযোগ লাভের জন্য ভাড়া করার ক্ষেত্রে হুকুম

ভাড়ার বিষয়টি আইনত বৈধ হতে হলে তা থেকে প্রাপ্ত উপযোগের প্রকৃতিকে হালাল বা বৈধ হতে হবে। সুতরাং নিষিদ্ধ কোন কিছু করার জন্য কাউকে ভাড়া করা উচিত নয়। তদনুসারে, ক্রেতার কাছে মদ বহনের জন্য বা মদ প্রস্তুত করার জন্য একজন শ্রমিককে ভাড়া করা উচিত নয়। একইভাবে শূকরের মাংস বা পঁচা মাংস বহনের জন্য কাউকে ভাড়া করা উচিত নয়। আনাস বিন মালিক হতে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: **"মদের ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অভিশম্পাত করেছেন: এর প্রস্তুতকারী, এটি প্রেরণ করার জন্য আহ্বানকারী, এর পানকারী, এর বহনকারী, এটি প্রস্তুতের আদেশকারী, এর পরিবেশনকারী, এর বিক্রেতা, যার জন্য এটি বিক্রয় করা হয়, এর ক্রেতা এবং যার জন্য এটি ক্রয় করা হয়।"** সুদের সাথে সম্পর্কিত কোন কাজের জন্য ভাড়া করা অনুমোদিত নয়, কারণ এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ উপযোগ লাভের জন্য ভাড়া করা হয়, এবং যেহেতু ইবনে মাসুদ থেকে ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাঃ) সুদখোর, সুদের দালাল, সুদের দুই সাক্ষী ও সুদের হিসাবরক্ষাকারী কেরাণীকে অভিশম্পাত করেছেন। ব্যাংক, টাকশাল বিভাগ ও সুদকে নিয়ে কাজ করে এমন সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কাজকে নিরীক্ষা করতে হবে। যে কাজের জন্য তাদেরকে ভাড়া করা হচ্ছে তা যদি সুদ সম্পর্কিত কাজের কোন অংশ হয়, এক্ষেত্রে সুদ হতে পারে ব্যক্তির কাজের সরাসরি ফলাফল, কিংবা হতে পারে তার কাজটির সাথে সাথে অন্যদের কাজের সমন্বিত ফলাফল, তবে এধরনের কাজ করা মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক, হিসাব নিরীক্ষক এবং প্রত্যেকটি কাজ যা সুদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কোন উপযোগ প্রদান করে। কিন্তু যেসব কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদের সাথে সম্পৃক্ত নয় সেগুলো অনুমোদিত, যেমন: কুলি, পাহারাদার, পরিষ্কারক বা এধরনের কাজ, কেননা এধরনের কাজে নিয়োগ দেয়া হয় অনুমোদিত উপযোগের উপর ভিত্তি করে, এবং যেহেতু সুদের হিসাবরক্ষক ও সুদের সাক্ষীর জন্য যা প্রযোজ্য তা তাদের উপরে প্রযোজ্য নয়। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সুদের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য, এদের মধ্যে সেসব কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত যারা কৃষকদের জন্য সুদভিত্তিক ঋণ নিয়ে কাজ করে এবং সেসব রাজস্ব কর্মকর্তা যারা সুদ নিয়ে কাজ করে এবং এতিম শিশুদের বিভাগে চাকুরীরত কর্মকর্তাগণ যারা সুদের বিনিময়ে সম্পত্তি ধার দিয়ে থাকে। এসবই নিষিদ্ধ কাজ; এ কাজের সাথে জড়িত যে কেউই ভয়ঙ্কর গোনাহ্র সাথে সম্পৃক্ত, কারণ যেহেতু সে সুদের হিসাবরক্ষণকারী অথবা এ বিষয়ক কাজের সাক্ষী, সেহেতু এটা তার উপর প্রযোজ্য। একইভাবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত যে কোন কাজে সম্পৃক্ত হওয়া মুসলিমের জন্য অবৈধ।

যেসব কাজ থেকে মুনাফা অর্জন বা তাতে শরীক হওয়া নিষিদ্ধ কারণ তা আইনত অবৈধ যেমন বীমা কোম্পানী, শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানী, সমবায় সমিতি কিংবা এধরনের যেকোন প্রতিষ্ঠান, সেসব কাজের ক্ষেত্রে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে হবে। যদি নিয়োগকৃত ব্যক্তির কাজ অবৈধ হয়, অথবা এটি একটি অবৈধ (বাতিল) কিংবা ত্রুটিযুক্ত (ফাসিদ) চুক্তি হয়, বা সেগুলো থেকে উদ্ভুত হয়, তবে একজন মুসলিমের জন্য এসব দায়িত্ব পালন করা অনুমোদিত নয়, কারণ একজন মুসলিমের জন্য অবৈধ বা ত্রুটিযুক্ত বা এগুলো থেকে উদ্ভূত কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অনুমোদিত নয়। হুকুম শারী'য়াহ্'র সাথে সাংঘর্ষিক কোন চুক্তি বা কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া একজন মুসলিমের জন্য অনুমোদিত নয়, সুতরাং ভাড়ার বিনিময়ে একটি নিষিদ্ধ কাজে সম্পৃক্ত হওয়া তার জন্য অনুমোদিত নয়। এটা অনেকটা সেই বীমা কর্মকর্তার মত যে অপছন্দ করার পরেও এর নথিপত্র সংরক্ষণ করে, যে ব্যক্তি বীমা চুক্তির ব্যাপারে দর কষাকষি/মধ্যস্থতা করে, অথবা যে ব্যক্তি বীমা গ্রহণ করে। একইভাবে, যে কর্মচারী হোল্ডিং সদস্যপদ অনুসারে সমবায় সমিতির লভ্যাংশ বন্টন করে, যে কর্মকর্তা কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করে, অথবা যে শেয়ার স্টকের হিসাবরক্ষণ নিয়ে কাজ করে এবং যে সমবায় সমিতির জন্য প্রচারণা চালায় এবং এধরনের কাজসমূহ সম্পাদন করে।

যেসব কোম্পানী বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেসব কোম্পানীর সকল বৈধ কাজসমূহ এবং বিভিন্ন পদে যোগদান করাও বৈধ। যদি একজন ব্যক্তির জন্য কোন কাজ করার বৈধতা না থাকে তবে কাজটি করার জন্য সে কর্মচারী হিসেবে যোগদান করতে পারে না এবং সেটা করার জন্য সে নিয়োগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং যেসব কাজ করা নিষিদ্ধ, সেসব কাজ করার জন্য মুসলিমগণ অন্য কাউকে ভাড়াও করতে পারবে না বা নিজে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেই কাজে নিয়োজিতও হতে পারবে না।

(চলবে...)

■

বই অনুবাদ : গত সংখ্যার পর থেকে...

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

লেখক: হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিষ্ঠাতা – শাইখ তাক্বি উদ্দীন আন-নাবাহানি

অধ্যায় ৫

নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা শ্রমিকের কাজ

কাজের সংজ্ঞা

ভাড়া করার সাথে ভাড়াকৃত বস্তুর উপযোগ ব্যবহারের বিষয়টি সম্পর্কিত। একজন শ্রমিককে ভাড়া করার/নিয়োগ দেয়ার অর্থ হলো তার সামর্থ্যকে কাজে লাগানো। একজন শ্রমিককে নিয়োগ/ভাড়া করার ক্ষেত্রে কাজটির প্রকৃতি, কাজের সময়কাল, পারিশ্রমিক ও শ্রমের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কাজটি অজ্ঞাত যাতে না হয় সেজন্য কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিতে হবে, কেননা কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ/ভাড়া করা অবৈধ (ফাসিদ)। কার্যকাল নির্ধারণ করাটাও জরুরি, অর্থাৎ সেটি কি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক নাকি বাৎসরিক হবে। একইভাবে শ্রমিকের কাজের পারিশ্রমিকও সুনির্ধারিত হতে হবে। ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: **"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন শ্রমিককে নিয়োগ দেয় তবে তাকে অবশ্যই তার পারিশ্রমিক জানাতে হবে"** [আল-দারাকুন্‌তি কর্তৃক কান্‌জ আল-উম্মাল-তে বর্ণিত]। হয়েছে শ্রমিককে যে পরিমাণ শ্রম দিতে হবে তা নির্ধারণ করে দেয়াও জরুরী। তদনুসারে, শ্রমিকের কাছ থেকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দাবী করা অনুমোদিত নয়। কারণ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপান না।" [সূরা বাক্বারাহ্ : ২৮৬]

আবু হুরাইরাহ্ থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাঃ) এ ব্যাপারে বলেন: **"আমি যদি তোমাকে কোন কিছুর আদেশ দেই, তবে তোমার পক্ষে যতদূর সম্ভব কর।"** শ্রমিককে কখনই তার স্বাভাবিক সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বলা উচিত নয়। যেহেতু বাস্তবে সামর্থ্য পরিমাপ করা কঠিন, সেহেতু প্রতিদিনকার কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করে দেয়া সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল উপায়। এর পাশাপাশি কাজের প্রকৃতিও সঠিকভাবে বর্ণনা করতে হবে, যেমন: নরম বা শক্ত মাটি কাটা, ধাতব দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ, বা পাথর কাটা। যে পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে একটি ধারনা প্রদান করতে হবে। সুতরাং কোন কাজকে এর ধরন, কার্যকাল, পারিশ্রমিক এবং ব্যয়কৃত শ্রমের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। যখন শারী'আহ্ একজন শ্রমিককে কোন কাজে নিয়োগের অনুমোদন দেয় তখন কাজটিকে ধরন, কার্যকাল, পারিশ্রমিক এবং ব্যয়কৃত শ্রমের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করার শর্ত জুড়ে দিয়েছে। কার্য সম্পাদনের জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে শ্রমিক যা পায় তা হল তার ব্যয়কৃত শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সম্পত্তি।

কাজের ধরন

প্রত্যেক হালাল বা আইনগতভাবে বৈধ কাজের জন্য চুক্তি করা অনুমোদিত। যেমন: ব্যবসা, চাষাবাদ, কলকারখানার কাজ, সেবা বা প্রতিনিধিত্বের কাজের জন্য কাউকে নিয়োগ/ভাড়া করা। বিচারিক কাজে বাদী বা বিবাদীর বক্তব্য/প্রতিক্রিয়া প্রকাশ/জ্ঞাত করার জন্য, প্রমাণাদি সংগ্রহ করে বিচারককে প্রদান করার জন্য, অধিকার দাবী ও লোকদের মধ্যকার বিবাদ নিরসনের জন্য একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। এছাড়াও কূপ খনন, নির্মাণকাজ, গাড়ী বা উড়োজাহাজ চালানো, বই ছাপানো, মুসাফ নকল করা, যাত্রী বহন করা ইত্যাদি বৈধ কাজের জন্য যে কাউকে নিয়োগ/ভাড়া করা যেতে পারে।

একটি সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য, কিংবা বিশেষ ধরনের কাজের জন্য কাউকে ভাড়া করা যায়। একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে যদি ভাড়ার চুক্তি করা হয়, যেমন: যদি নির্দিষ্ট একটি কাপড় সেলাই করার জন্য, অথবা বিশেষ একটি গাড়ী চালানোর জন্য খালিদ মুহাম্মদকে ভাড়া করে, তবে মুহাম্মদেরই কাজটি করা উচিত এবং সেটি করে দেয়ার জন্য তার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ দিতে পারবে না। যদি মুহাম্মদ অসুস্থ হয় বা কাজটি করতে অসমর্থ হয় তাহলে তার পরিবর্তে অন্য কেউ কাজটি করতে পারবে না, কারণ এক্ষেত্রে কাজটি সম্পাদন করার জন্য শ্রমিক সুনির্দিষ্ট। যদি ঐ নির্দিষ্ট পোষাকটি নষ্ট হয়ে যায় বা বিশেষ গাড়িটি ভেঙ্গে যায়, তাহলে মুহাম্মদ ঐ দু'টি ব্যতিত অন্য কোন কাজ করতে বাধ্য নয়, কারণ চুক্তিতে কাজের ধরন সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল।

যাহোক, যদি কোন একজনের দায়িত্বে, কিংবা বিশেষ ধরনের শ্রমিক বা বিশেষ কাজের উপর ভিত্তি করে ভাড়ার চুক্তিটি করা হয় তবে হুকুম ভিন্ন হবে। এসব ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত ব্যক্তি নিজেই কাজটি করতে পারে এবং তার পক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য অন্য একজনকে নিয়োগও দিতে পারে। যদি সে অসুস্থ হয়, অথবা কাজটি করতে অসমর্থ হয় তবে কাজটি করে দেয়ার জন্য তার বদলে অন্য আরেকজনকে পাঠাতে বাধ্য থাকবে। নিয়োগ প্রদানকারী ব্যক্তির নির্দেশক্রমে চুক্তি অনুসারে সে তখন যেকোন গাড়ি চালনা, অথবা যেকোন পোশাক সেলাই করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে। কারণ, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন একটি কাজ সম্পাদনের জন্য চুক্তি হয়নি, বরং নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করার জন্য চুক্তি হয়েছে; সুতরাং চুক্তিতে উল্লেখিত ধরনের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজ করার ব্যাপারে নিয়োগকৃত ব্যক্তি বাধ্য থাকবে। এক্ষেত্রে এটির নির্দিষ্টতা চুক্তিতে উল্লেখিত কাজের ধরনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় এবং কাজটির নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না, যা নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে চুক্তিতে বর্ণিত কাজের ধরনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেকোন কাজ করার স্বাধীনতা প্রদান করে।

...২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

“তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।” [সূরা আন-নূর : ৫৫]

“তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ্ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে বংশানুক্রমিক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্’র ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়্যতের আদলে।” *(মুসনাদে আহমদ, খন্ড ৪, হাদীস নং-১৮৫৯৬)*